পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 84 Monday, 23 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮৪ সংখ্যা ✱ ১০ ফাল্গুন ১৪৩২, সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এক মাসও ‘শান্তি’ টিকল না

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দমানো যায়নি আগ্নেয়গিরিকে, তা কেবল কিছুদিনের জন্য সুপ্ত ছিল। এক মাস কাটতে না কাটতেই ফের বিদ্রোহের লেলিহান শিখা গ্রাস করছে ইরানকে। শনিবার থেকে তেহরানের রাজপথ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অলিন্দে ফের প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটাই শব্দ- ‘আজাদি’। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই এবং ইরান সরকারের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের এই নতুন দফার বিক্ষোভ ঘিরে চরম অস্বস্তিতে প্রশাসন। শনিবার ইরানে নতুন সেমেস্টার শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই অশান্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলি। তেহরানের শরিফ ইউনিভার্সিটিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলাকালীন খামেনেইপন্থী একদল যুবকের সঙ্গে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। বিক্ষোভের আঁচ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে শহিদ বেহস্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমির কবির ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে। শুধু তেহরান নয়, উত্তর-পূর্ব ইরানের বড় শহর মাশাদেও নিজের অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের মুখে একটাই স্লোগান- স্বৈরাচারের মৃত্যু হোক, স্বাধীনতা চাই। খামেনেই-বিরোধী এই স্বর কেবল ইরানের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই। শনিবার

স্পেনের বার্সেলোনা শহরেও প্রবাসী ইরানিরা বড়সড় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। গত জানুয়ারিতে প্রশাসনের প্রবল দমনপীড়নে ডিসেম্বরের গণবিক্ষোভ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু পড়ুয়াদের এই নতুন উত্থান প্রমাণ করে দিল যে অসন্তোষের ছাইয়ের নীচে আগুন এখনও ধিকধিক করে জ্বলছে। গত ডিসেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যে বিক্ষোভের শুরু হয়েছিল, তা অচিরেই রাজনৈতিক রূপ নেয়। অভিযোগ, সেই গণবিক্ষোভ থামাতে নির্মম পথে হাঁটে খামেনেই প্রশাসন। নিহতের সংখ্যা নিয়ে অবশ্য তথ্যের ব্যাপক গরমিল রয়েছে। ইরান সরকারের দাবি অনুযায়ী, গত মাসের শেষ পর্যন্ত ৩,১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও আমেরিকার এক মানবাধিকার গোষ্ঠীর দাবি, নিহতের সংখ্যা অন্তত ৬,১৫৯। আরও প্রায় ১৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবারও ইরানের বিভিন্ন প্রান্তে বড়সড় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। প্রশাসন কতজনকে আটক বা গ্রেফতার করেছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যেভাবে দেশের তরুণ সমাজ বারবার শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পথে নামছে, তাতে স্পষ্ট যে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

‘আপনারা তো এমনিই নগ্ন, পোশাক খোলার কী ছিল?’

এআই সম্মেলনে বিক্ষোভ নিয়ে কংগ্রেসকে বিঁধলেন মোদি

সংবা সংস্থা, মিরাট, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লির আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের জামা খুলে প্রতিবাদ নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার উত্তরপ্রদেশের মিরাটে এক জনসভা থেকে কংগ্রেসকে বিঁধে তিনি বলেন, ‘‘আপনারা তো আগে থেকেই নগ্ন, তবে কেন নতুন করে পোশাক খোলার প্রয়োজন মনে করলেন?’’ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে দেশের প্রাচীনতম দলটি এখন কতটা ‘আদর্শগতভাবে দেউলিয়া’ এবং ‘দরিদ্র’ হয়ে পড়েছে। শুক্রবার ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এআই সামিটে হঠাৎই ঢুকে পড়ে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল যুব কংগ্রেস কর্মী। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা। সেই প্রসঙ্গ টেনেই মোদি এদিন বলেন, ‘‘ভারত বিশ্বের বৃহত্তম এআই কনফারেন্স আয়োজন করল, কিন্তু কংগ্রেস ও তার ইকোসিস্টেম কী করল? দেশের সাফল্য কিছু রাজনৈতিক দল হজম করতে পারছে না। নিজের দেশকে কালিমালিপ্ত করতেই ব্যস্ত ওরা। ভারতের জন্য গর্বের একটি বিশ্বজনীন মঞ্চকে ওরা নোংরা রাজনীতির আখড়া বানিয়ে ছাড়ল।’’ বিক্ষোভের দিন সভাস্থলে বিজেপির কোনও নেতা উপস্থিত ছিলেন না, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘কংগ্রেস নেতারা আমাকে ঘৃণা করেন। তাঁরা আমার কবর খুঁড়তে চান, এমনকি আমার মা-কেও অপমান করতে ছাড়েন না। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত ছিল যে, ওই সামিটটি বিজেপির কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছিল না। ওটা ছিল জাতীয় কাজ। কংগ্রেস সেই দিন সমস্ত শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেছে। ওদের এই কলুষিত নীতিকে গোটা দেশ ধিক্কার জানাচ্ছে।’’ প্রসঙ্গত, শুক্রবারের ওই ঘটনায় কৃষ্ণা হরি, কুণ্ডন যাদব, অজয় কুমার এবং নরসিংহ যাদব নামে চার যুব কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা জাতীয় ও রাজ্যস্তরের পদাধিকারী। শনিবার তাঁদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লি পুলিশের দাবি, এই প্রতিবাদের নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিদেশের প্রতিনিধি ও প্রযুক্তি কর্তাদের সামনে যুব কংগ্রেসের এই ‘উগ্র’ প্রতিবাদকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী আসলে ছাব্বিশের ভোটের আগে দেশপ্রেম ও জাতীয় অস্মিতার তাসটিই খেলে দিলেন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যা পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি দেবে সিপিএম!

মন ভোলানো কথা নয়, অঙ্ক বোঝালেন সেলিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের রণভেরী বাজার আগেই রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে ‘ভাণ্ডার’ দখলের লড়াই। রবিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সেই বিতর্কে ঘৃতাহুতি দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে কার্যত বিদ্রূপ করে তিনি একে ‘মন ভোলানো’ কৌশল এবং দুর্নীতির ‘ক্ষুদ্র জরিমানা’ বলে কটাক্ষ করলেন। সেই সঙ্গেই সেলিমের দাবি, বামেরা ক্ষমতায় এলে মহিলাদের এর চেয়ে ঢের বেশি টাকা দেওয়া সম্ভব। এদিন বৃন্দা কারাতের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে সেলিম অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত ‘শ্রী’ যুক্ত প্রকল্প আসলে কেরলের ‘কুটুম্বশ্রী’র অনুকরণ। তাঁর কথায়, ‘‘কেরল ২৫ বছর আগে এই পথ দেখিয়েছে। এখানে যা হচ্ছে তা আদতে টুকলি।’’ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে সেলিম বলেন, ‘‘রান্নাঘরের খরচ বেড়েছে, আয় কমেছে। নির্বাচন পার হতে বিজেপি-তৃণমূল এসব নাম দিয়েছে। ৫০০-১০০০ টাকা দিয়ে একে ভাণ্ডার কেন বলছে? ভাণ্ডার তো ছিল অর্পিতার খাটের নীচে বা মন্ত্রীদের ঘরে। মহিলারা যা পাচ্ছেন, তা লুঠ করা ভাণ্ডারের যৎসামান্য জরিমানা মাত্র।’’ বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে ভাতার অঙ্ক বাড়ানোর রসদ কোথা থেকে মিলবে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেলিম। বুকে হাত দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমরা এর থেকে অনেক বেশি দিতে পারব। কারণ, আমরা দুর্নীতি বন্ধ করতে পারব। কাটমানি আর দুর্নীতির টাকা বাঁচালেই কোষাগারে টান পড়বে না।’’ সেলিমের দাবি, তামিলনাড়ু বা কেরলের মতো রাজ্যগুলি অনেক বেশি টাকা দিচ্ছে, সেখানে বাংলা কেন পিছিয়ে থাকবে? তবে একে নিছক ভাতা নয়, মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে দেখতে চান তিনি। এদিন বিজেপি ও তৃণমূলকে একই বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ শানান সেলিম। তাঁর মতে, উত্তরপ্রদেশের যোগীরাজ্যে যা যা ঘটে, তার ছোট সংস্করণ বাংলাতেও দেখা যাচ্ছে। গণপিটুনি থেকে শুরু করে ব্রিগেডে প্যাটিস বিক্রি নিয়ে অশান্তি- সব উদাহরণই টেনেন তিনি। সেলিমের বক্তব্য, ‘‘মোদি আর মমতা আগে ভয় দেখান, তারপর বলেন ‘আমি ছাড়া তোমাদের কে বাঁচাবে’। তাঁরাই মারেন, আবার তাঁরাই রক্ষাকর্তা সাজেন।’’ নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার অপেক্ষায় না থেকে আগামী ১ মার্চ থেকেই বামেরা ময়দানে নামছে বলে জানান সেলিম। এবারের ভোটে সিপিএমের রণকৌশলে বড় চমক থাকতে চলেছে। সেলিম জানান,

এবার প্রার্থী তালিকায় গতবারের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকবে। রাজ্যস্তরের ইস্তাহারের পাশাপাশি জেলা ও বিধানসভা ভিত্তিক আলাদা ইস্তাহার তৈরির পরিকল্পনাও নিয়েছে আলিমুদ্দিন। স্কুলছুট কমাতে ছাত্রীদের যাতায়াত নিখরচায় করার মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিও বামেদের ভাবনায় রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রবল জনপ্রিয়তাকে সরাসরি অস্বীকার না করে তার চেয়ে ‘বেশি’ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কেই থাবা বসাতে চাইছেন সেলিম।

বিচারকদের ছুটি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর-এর কাজ এবার থেকে হবে বিচার বিভাগের তদারকিতে। সেই কারণে রাজ্যের সব বিচারকের ছুটি বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট। অসুস্থতা ছাড়া কোনও বিচারক ছুটি নিতে পারবেন না, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন উচ্চ-আদালত। এসআইআর-এর শেষ পর্যায়ে কাজের বড় অংশ বিচার বিভাগের উপর দায়িত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই বিচারকদের ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা হাইকোর্টের। এসআইআর-এর কাজের জন্য নিম্ন আদালতগুলির কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য জারি করা হয়েছে এই নির্দেশিকা। প্রত্যেক জেলা জজ, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের ডেকে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২৫০ জন বিচারকের তালিকা প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রত্যেক বিধানসভা ভিত্তিক একজন একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার চেয়েছে কমিশন। আপাতত ২৫০ জুডিশিয়াল অফিসারের তালিকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার পাঠিয়েছে কমিশনকে। এনডিপিএস ও পকসো আদালতের একশো জন বিচারক ছাড়াও অন্যান্য মামলার ১৫০ জন বিচারকের নাম এই তালিকায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আগামিকাল বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, বিশেষ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র, পুলিশের ডিজি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার। এখানে উল্লেখ্য, এসআইআর নিয়ে মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছিলেন, ‘‘বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ব্যতিক্রমী নির্দেশ।’’ তখনই তিনি বলেছিলেন, জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজকে ‘জুডিশিয়াল অফিসার’ হিসেবে নিযুক্ত করার কথা। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘সব বিষয় জুডিশিয়াল অফিসাররা দেখবেন। সরকারি বাবুরা জুডিশিয়াল অফিসারদের কাজে সহযোগিতা করবেন না, এটা আমরা হতে দেব না। জুডিশিয়াল অফিসারদের অপমানিত হতে দেব না।’’

আগামী ২ দিন জেলায় বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ২ দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৩ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ তারিখ শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ তারিখে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ তারিখ পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা খুব একটা পরিবর্তন হবে না। ২৩ থেকে ২৪ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে।

কলকাতা, জেলায়-জেলায় ডিস্ট্রিক্ট জজদের প্রশিক্ষণ-বৈঠক

আজ থেকেই শুরু তথ্য যাচাইয়ের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এসআইআর-এর নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ খতিয়ে দেখার জন্য জেলায় জেলায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার থেকে তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। তার আগে রবিবার ডিস্ট্রিক্ট জজদের সঙ্গে বৈঠক করছেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণও। মূলত বোঝানো হচ্ছে, কী ভাবে এই কাজ চলবে। রবিবার উত্তর কলকাতার বিভিন্ন আদালতের বিচারকের সঙ্গে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। সঙ্গে জুডিশিয়াল অফিসারদের জন্য ট্রেনিং-এর বন্দোবস্তও করা হয়। রবিবার বিকেল ৪টেয় জেলা বিচারকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। রবিবারের বৈঠকে মূলত বোঝানো হচ্ছে, কী ভাবে এসআইআর-র কাজের তত্ত্বাবধান করবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। হাতে একেবারেই সময় নেই। সোমবার থেকেই কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মূলত, হাইকোর্টের তরফে জেলার জন্য যে জুডিশিয়াল অফিসারদের তালিকা বের করা হয়েছে, সেই জুডিশিয়াল অফিসারদের প্রতিটি জেলাতেই এই বৈঠক এবং প্রশিক্ষণ হচ্ছে রবিবার। উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে ১৩ জন জুডিশিয়াল অফিসারের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। তাঁদেরই বৈঠক এবং প্রশিক্ষণ হয় কলকাতায় টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার অফিসে। এই বৈঠকে ছিলেন জুডিশিয়াল অফিসার, সিইও দপ্তরের প্রতিনিধি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে ইসিআই প্রতিনিধিরা। নগর দায়রা আদালত, সিবিআই কোর্ট, স্পেশাল কোর্টের বিচারকরা রয়েছেন এই প্রশিক্ষণ-বৈঠকে।

কিস্তওয়ারে এনকাউন্টারে নিহত ২ জইশ-সদস্য, গা ঢাকা দিয়ে আরও জঙ্গি, চলছে চিরুনি তল্লাশি

সংবাদ সংস্থা, জম্মু, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ কিস্তওয়ারে সেনার অভিযানে নিহত ২ জঙ্গি। রবিবার সকাল থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের চাটরু বেল্টের পাসারকুট এলাকায় অভিযান চালায় সেনা, পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী। এই অভিযানের নাম ছিল ‘অপারেশন ত্রসী-ওয়ান’। জানা গেছে, জঙ্গিরা পাহাড়ের ঢালুতে একটি কাঁচা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে ছিল। নিরাপত্তা বাহিনী এগিয়ে যেতেই তারা গুলি চালায়, এরপরই শুরু হয় দু’পক্ষের গুলির লড়াই শুরু হয়। এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকা হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, অসাধারণ কৌশল দেখিয়ে বাহিনী পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। নিহতদের কাছ থেকে দুটি একে ৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। সূত্রে খবর, এই জঙ্গিদের দল জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য বলেই মনে করছে নিরাপত্তা বাহিনী। এলাকা ঘিরে তল্লাশি এখনও চলছে। চলতি মাসের শুরুতেই পাক জঙ্গি সংগঠন জইশের দুই শীর্ষ কমান্ডার জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার মধ্যে ছিল একে অ্যাসল্ট রাইফেল, এম৪ কারবাইন। গত জানুয়ারিতে কিস্তওয়ারে সেনা অভিযানে জইশের এক কমান্ডার উসমান নিহত হয়। শহিদ হয়েছিলেন একজন

প্যারাট্রুপারও। অন্যদিকে, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে অভিযান চালিয়ে ধরা পড়ল আট সন্দেহভাজন জঙ্গি। অভিযোগ, পাকিস্তানের আইএসআই এবং বাংলাদেশ-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সহায়তায় ভারতে বড়সড় নাশকতার ছক কষছিল এই চক্র। সূত্রের খবর, ধৃতদের মধ্যে এক জন বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছে। তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর জেলায় গারমেন্টস তৈরির ইউনিটে কাজ করার ছদ্মবেশে থাকত মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিতন, মহম্মদ শাহিদ এবং মহম্মদ উজ্জ্বল। ওই ছ’জনকে সেখান থেকেই গ্রেফতার করে তামিলনাড়ু পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আরও দু’জনকে ধরা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করছিল তারা। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে আটটি মোবাইল ফোন ও ১৬টি সিম কার্ড। গোটা চক্রকে তামিলনাড়ু পুলিশই প্রথমে আটক করে। পরে তদন্তের সুবিধার জন্য তাদের দিল্লি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তান-ভিত্তিক লস্কর-ই-তইবা দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকা ও চাঁদনি চকের এক মন্দির-সহ দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানে বিস্ফোরণের ছক কষছে। সন্দেহ, আইইডি হামলার পরিকল্পনা করছিল জঙ্গিরা। পাকিস্তানের ইসলামাবাদের এক মসজিদে ৬ ফেব্রুয়ারির আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন ১৬০ জনেরও বেশি। যদিও সেই হামলার দায় স্বীকার করেছিল আইএস।

ভোটের মাসে কালীঘাটে রেখা গুপ্তা, জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্য রাজনীতিতে বাড়ছে

তৎপরতা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের রাজ্যে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। সেই আবহেই রবিবার সকাল সকাল কালীঘাট কালী মন্দির-এ পুজো দিতে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেত্রী রেখা গুপ্তা। সকালে কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে পুজো দেন তিনি। পরনে ছিল হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি, গলায় গেরুয়া রঙের উত্তরীয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই মন্দির চত্বরে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে দেখা যায় তাঁকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই সফর ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনও রাজনৈতিক বার্তা দিতে এসেছেন কি? কিংবা রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে কি? এদিন হাসিমুখেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান তিনি। তবে রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত একটি মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। রেখা গুপ্তা ছাড়াও ওই মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী প্রমুখ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় স্তরের নেতৃত্বের এই ধারাবাহিক সফর নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ নাকি বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ, তা সময়ই বলবে। তবে কালীঘাটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি যে নির্বাচনের আগের রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছে একাংশ, তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামাবাদে মসজিদে বিস্ফোরণের ‘বদলা’ নিতে দিল্লির মন্দিরে হামলার ছক লস্করের, তৎপর পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করা আট জঙ্গিকে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্প্রতি। আর এরপরই দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা দেশের বড় বড় শহরগুলিতে আইইডি হামলার ষড়যন্ত্র করছে। দিল্লির চাঁদনী চকে অবস্থিত মন্দিরও তাদের নিশানায় রয়েছে। বলা হচ্ছে, ৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদের একটি মসজিদে হামলার প্রতিশোধ নিতে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। কয়েক মাস আগেই দিল্লির লালকেল্লার কাছে একটি বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি। সেই হামলায় ১৫ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পর্শকাতর এলাকায় ব্যাপক হারে আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লিতে প্রবেশকারী প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং পরিত্যক্ত গাড়িগুলির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তা কর্মীরা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের প্রতিটি এলাকার উপর রিয়েল টাইম নজর রাখছেন। এর পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক ও দোকানদারদের সতর্ক করার জন্য পুলিশ প্রশাসন বাজার ও আবাসিক কল্যাণ সমিতিগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করছে। এছাড়া হোটেল, গেস্ট হাউস, শপিং মল এবং

সিনেমা হলগুলিতেও ব্যাপক যাচাই অভিযান চালানো হচ্ছে। এছাড়া সিম কার্ড ব্যবসায়ী ও রাসায়নিক দোকানগুলোতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি ভাড়াটিয়া, গৃহকর্মী এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন জোরদার করা হয়েছে দিল্লিতে। এদিকে সম্প্রতি দিল্লির বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্কে উস্কানিমূলক পোস্টার লাগানো হচ্ছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমেই এই মডিউলটির পর্দা ফাঁস হয়েছে। এই পোস্টারগুলিতে কাশ্মীর নিয়ে উস্কানিমূলক এবং আপত্তিকর বক্তব্য লেখা থাকছিল। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল যখন এই পোস্টারগুলির উস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে, তখন তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা এই জঙ্গি নেটওয়ার্কের সাথে যোগ পান। এরপরে অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হল দুই রাজ্য থেকে। গ্রেফতার হওয়া আট সন্দেহভাজনের মধ্যে ছয়জনকে তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর জেলার বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও দু’জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে আরও জানা গেছে যে ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকও আছে। তারা তাদের পরিচয় গোপন করার জন্য ভুয়া আধার কার্ড ব্যবহার করছিল। তদন্তকারীদের মতে, এই সন্দেহভাজনরা পাকিস্তানি গুপ্তচরের নির্দেশে ভারতে একটি বড় জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল। অভিযান চলাকালীন, পুলিশ ৮টি মোবাইল ফোন এবং ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার করেছে। ধৃতদের সঙ্গে বিদেশি যোগের বিষয়ে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করছে দিল্লি পুলিশ। এই আবহে ধৃতদের ডিজিটাল ডিভাইসগুলির ফরেনসিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। ধৃত সন্দেহভাজনদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিল্লিতে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে দিল্লি এনে। এই মডিউলের অর্থের উৎস এবং আন্তঃসীমান্ত যোগসূত্র চিহ্নিত করার জন্য বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

হাওড়ায় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২২ ফেব্রয়ারিঃ হাওড়ার আমতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১৩১-তম পর্ব শোনেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার। পরে তিনি বলেন, মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে সারা দেশের মানুষ কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যাংক জালিয়াতি, বাচ্চাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি, সবকিছুতেই দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।

হিমাচলের তিন জেলায় তুষারপাতের সম্ভাবনা, জনজাতি এলাকায় মাইনাসে তাপমাত্রা

শিমলা, ২২ ফেব্রয়ারি হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়া আপাতত পরিষ্কার থাকলেও লাহৌল-স্পিতি, কিন্নৌর এবং চাম্বা জেলায় হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার একটি দুর্বল পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে কেবল উঁচু পার্বত্য এলাকায় সামান্য তুষারপাত হতে পারে। রাজ্যের অন্যান্য অংশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।জনজাতি এলাকায় এখনও শীতের দাপট অব্যাহত, তাপমাত্রা শূন্যের নীচে রয়েছে। লাহৌল-স্পিতির তাবোতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আগামী ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পরিষ্কার ও শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ কাজের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ২২ ফেব্রয়ারি ঃ মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেডিও অনুষ্ঠান ' মন কি বাত' শোনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পর্বটি মনোযোগ সহকারে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।স্থানীয় দলীয় কর্মী, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ, স্বনির্ভরতা, নারীশক্তির অগ্রগতি এবং যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তিনি আরও বলেন, 'মন কি বাত' কেবল একটি রেডিও অনুষ্ঠান নয়, এটি দেশের কোটি মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন। দেশের উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলিকে সামনে এনে প্রধানমন্ত্রী সকলকে অনুপ্রাণিত করছেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বার্তাগুলি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।উল্লেখ্য, প্রতি মাসের শেষ রবিবার সম্প্রচারিত ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাফল্যের কাহিনি ও ইতিবাচক উদ্যোগ তুলে ধরেন, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক সাড়া ফেলছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এআই শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখার সুযোগ পেল দুনিয়াঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ ফেব্রয়ারি ঃ মন কি বাত অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের কথা উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বহু রাষ্ট্রপ্রধান, শিল্পজগতের নেতৃত্ব, উদ্ভাবক এবং স্টার্ট আপ জগতের সঙ্গে জড়িত মানুষজন এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য একত্রিত হয়েছেন ভারত মণ্ডপমে। আগামী দিনে এআই শক্তির প্রয়োগে কীভাবে করবে দুনিয়া, সেই প্রসঙ্গে নির্ণায়ক হয়ে. দেখা দিয়েছে এই শীর্ষ সম্মেলন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তি সংস্থার সিইও-দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সুশ্রুত সংহিতা। প্রথম ধাপে দেখানো হয় যে কীভাবে প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা পাণ্ডুলিপির ছবি সংশোধন করে সেটাকে পাঠযোগ্য করে তুলছি। দ্বিতীয় ধাপে এই চিত্রকে মেশিনের পড়বার উপযোগী বানানো হয়েছে। পরের ধাপে মেশিনের পাঠযোগ্য লিপি পাঠ করেছে এক এআই অবতার এবং পরের ধাপে আমরা এও দেখিয়েছি যে কীভাবে এই অমূল্য ভারতীয় জ্ঞান বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং বিদেশি ভাষায় প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ সম্ভব। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক অবতারের মাধ্যমে জানার ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ দেখান বিশ্ব নেতৃত্ব।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনে এআই ক্ষেত্রে ভারতের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখার সুযোগ পেল দুনিয়া। এই সময় তিনটে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এআই মডেলও সামনে এনেছে ভারত। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বড় এআই শীর্ষ সম্মেলন ছিল এটা। এই শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে তরুণদের উসাহ আর উদ্দীপনা ছিল দেখার মত। প্রতিটি দেশবাসীকে এই শীর্ষ সম্মেলনের

সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই আমি।অন্যদিকে দিল্লিতে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সম্মেলনের সময় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তাঁর অভিযোগ, ভারতের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস। শনিবার প্রহ্লাদ যোশী বলেন, এটা খুবই লজ্জাজনক যে, কংগ্রেস যখন এই ধরণের আচরণ করছে, তখন প্রায় ১৫০টি দেশের ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধান, ৪৫ জন মন্ত্রী এবং প্রায়গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের সাফল্য উদযাপন করার পরিবর্তে, তাঁরা হট্টগোল তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাঁরা ভারতের উন্নযন ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।মার্কিন শুল্কের বিষয়ে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে এদিন কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলেছেন, আমি মিডিয়াতে পড়েছি, মার্কিন শীর্ষ আদালত কিছু রায় দিয়েছে এবং ভারত সরকার তা অধ্যয়ন করবে এবং যাই প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজন হোক না কেন, তা বাণিজ্য মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রক দেবে, আমি নয়।অন্যদিকে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের সময় যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদের তীব্র সমালোচনা করলো বিজেপি। শনিবার বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, এআই শীর্ষ সম্মেলন সকলের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু কংগ্রেস যেভাবে মূর্খতার দিকে নেমে গেছে তা কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। এটিকে কেবল একটি রাজনীতি অথবা নেতিবাচক রাজনীতি বলা বা দমন করা যাবে না। সুধাংশু বলেন, লস্কর-ই-রাহুলের সৈন্যরা এসে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে সমগ্র দেশ অত্যন্ত মর্মাহত এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এই দেশের জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।উল্লেখ্য, শুক্রবার ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের সময় বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। এতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি। যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে শনিবার পাল্টা প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। বিজেপি যুব মোর্চার এক কর্মী বলেছেন, গত শনিবার ভারতীয় যুব কংগ্রেসের কর্মীরা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। রাহুল গান্ধীর কাছে এআই মানে ভারতবিরোধী। এই প্রতিবাদ বিশ্বকে খুব ভুল বার্তা দিচ্ছে। রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস দলের দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যদিকে কংগ্রেসের সমালোচনার সরব হলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাঁর মতে, কংগ্রেস যুব সমাজের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সম্মেলনের সময় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের সমালোচনা করে শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এআই শীর্ষ সম্মেলনে, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে, স্টার্টআপগুলি খুব ভালো পারফর্ম করেছে। সম্মেলনের পঞ্চম দিনেও বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে। যখন আমি অনেক প্রদর্শকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলাম, তারা বলেছিল যে যুব কংগ্রেস কর্মীরা যেভাবে শীর্ষ সম্মেলনে হট্টগোল সৃষ্টি করেছে, তারা সকলেই এর নিন্দা করেছে এবং এটিকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছে। এটি দেখায় যে তাঁরা (কংগ্রেস) রাজনীতিতে এত নীচে নেমে গেছে, কংগ্রেস দল যুব-বিরোধী।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম পরিদর্শন করেছেন। সামিটে অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১১৮টি দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ২০ জনেরও বেশি রাষ্ট্র প্রধান এবং ৫৯ জন মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে শতাধিক বিশ্বব্যাপী এআই লিডার, সিইও এবং সিএক্সও এবং বিশ্বজুড়ে ৫০০ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় এআই বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে চার দিনের সিঙ্গাপুর-জাপান সফরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২২ ফেব্রয়রিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের উত্তর প্রদেশকে দেশের অন্যতম উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে. মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার চার দিনের সফরে সিঙ্গাপুর ও জাপানের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। ২০১৭ সালে মায়ানমার সফরের পর এটিই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণ ও শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই সফরকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৩ ও ২৪ ফেব্রয়ারি মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে এবং ২৫ ও ২৬ ফেব্রয়ারি জাপানে সফর করবেন। এই সফরকালে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন

সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যে বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও শিল্প বিকাশের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন।এই সফরের অন্যতম দিক হল, মুখ্যমন্ত্রী সরকার-ব্যবসা সমন্বয় বৈঠক এবং গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। রাজ্যের শিল্পনীতির রূপরেখা, নীতিগত স্থিতিশীলতা ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিয়ে তিনি স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ আলোচনা করবেন।পাশাপাশি প্রবাসী ভারতীয়, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তিনি মতবিনিময় করবেন এবং রাজ্যের উন্নয়ন যাত্রার চিত্র তুলে ধরবেন। উত্তর প্রদেশে রাজ্য সরকারের মতে, প্রায় ২৫ কোটি মানুষের শক্তি উত্তরপ্রদেশকে উৎপাদন ও ভোগ-উভয় ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বিশাল শ্রমশক্তি, বিস্তৃত বাজার এবং দ্রুত উন্নয়নশীল পরিকাঠামো রাজ্যকে শিল্পের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতি ঃবর্জ্য থেকে সম্পদ সৃষ্টি

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২২ ফেব্রয়ারি, ভারতের কৃষিজ অবশিষ্ট থেকে বছরে ১৮,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগের আওতায় ২০১৮ - ১৯ থেকে ২০২৫ - ২৬ পর্যন্ত সরকার ৩,৯২৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে।সুস্থায়ী অবশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বাড়াতে ৪২,০০০-এর বেশি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩.২৪ লাখ যন্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। গোবর্ধন কর্মসূচির অধীনে ৫১.৪ শতাংশ জেলায় ৯৭৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালু রয়েছে (১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)। এগুলিতে গোবর, ফসলের অবশিষ্ট এবং খাদ্যবর্জ্য থেকে পরিচ্ছন্ন শক্তি ও জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে। বৃত্তাকার কৃষি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে ১০৫ কোটি টন খাদ্য অপচয়ের ৬০ শতাংশই গৃহস্থালি পর্যায়ে ঘটেছে। সূচনাঃবর্জ্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ পরিবেশের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ভারতে কৃষি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি হলেও চাষ, ফসল তোলা এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় বিপুল বর্জ্য উপন্ন হয়। এই বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় বায়ু, মাটি ও জল দূষণ বাড়ছে। ভারতে বছরে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন টন কৃষিজ বর্জ্য উপন্ন হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফসলের অবশিষ্ট, তুষ, খড় এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণজনিত উপজাত। নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই অবশিষ্ট থেকে বছরে ১৮,০০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। পাশাপাশি, এগুলি থেকে পুষ্টিসমৃদ্ধ জৈব সার তৈরি করা যায়। এই সার মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং রাসায়নিক উপকরণের ওপর নির্ভরতা কমায়। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতি বছর মানুষের ব্যবহারের জন্য উপাদিত প্রায় ১৩০ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়। জৈব বর্জ্যের বড় অংশ গৃহস্থালির রান্নাঘর থেকে আসে। খাদ্যবর্জ্য ও কৃষিজ বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না হলে তা আবর্জনার স্তূপে পচে মিথেনসহ বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে। এতে বায়ু ও ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হয় এবং পরিবেশের অবনতি ত্বরান্বিত হয়। ফলে, ভূমি ব্যবহার, সম্পদ ব্যবহার এবং সুস্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন পরিবেশ ও অর্থনীতি - উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বৃত্তাকার অর্থনীতিঃ বর্জ্যকে সমস্যা নয়, সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের ধারণাই বর্জ্য থেকে সম্পদ পদ্ধতির মূল। এতে অর্থনীতির ভেতরে উপকরণের পুনরুদ্ধার, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃ-একীভবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বৃত্তাকার অর্থনীতি পণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুরো জীবনচক্র জুড়ে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি কার্যকর পদ্ধতি।এই মডেলের লক্ষ্য কাঁচামাল, জল ও শক্তির ব্যবহার কমানো এবং প্রতিটি পর্যায়ে বর্জ্য হ্রাস করা। Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, Recover &¤} Repair - এই ছয়টি নীতির ওপর এটি ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ট্রু রিসাইক্লিং ধারণায় বর্জ্যকে গুণমান নষ্ট না করে আবার মূল উপকরণে রূপান্তর করা হয়।কৃষিজ বর্জ্যের উৎস খামার থেকে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কৃষিজ বর্জ্য উপন্ন হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফসলের অবশিষ্ট, পশুর বর্জ্য, প্রক্রিয়াজাতকরণজনিত উপজাত এবং তরল বর্জ্য।ফসলের অবশিষ্টফসল কাটার পরে খড়, গাছের ডাঁটা অবশিষ্ট থাকে। এর একটি অংশ পশুখাদ্য, কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস বা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত জমি প্রস্তুতির জন্য এগুলি পোড়ানো হয়। এতে মাটির পুষ্টি নষ্ট হয় এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। পশুজনিত বর্জ্যভারতে বৃহ পশুসম্পদের কারণে বিপুল পরিমাণ গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য উপন্ন হয়। রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় মৃত পশুর নিরাপদ নিষ্পত্তি জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। ফসল তোলার পর ক্ষতি সংরক্ষণ, পরিবহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময় খাদ্যের পরিমাণ ও গুণমান কমে যায়। উন্নত সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এই ক্ষতি কমাতে পারে এবং কৃষকের আয় বাড়াতে সহায়তা করে। খাদ্যবর্জ্য বাজার, খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র এবং গৃহস্থালিতে ভোজ্য খাদ্য নষ্ট হয়। এই বর্জ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে বড় ভূমিকা রাখে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই বর্জ্য থেকে বায়োচারসহ বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। কৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতি প্রসারে সরকারি উদ্যোগঃসরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। গোবর্ধন কর্মসূচিঃএই কর্মসূচির মাধ্যমে গোবর, ফসলের অবশিষ্ট ও খাদ্যবর্জ্য থেকে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন করা হয়। ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশের ৫১.৪ শতাংশ জেলায় ৯৭৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট কার্যকর রয়েছে।ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্টফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়ে যাওয়া হ্রাস করতে ইন-সিটু ও এক্স-সিটু ব্যবস্থাপনা প্রচার করছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ৩,৯২৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৪২,০০০-এর বেশি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন এবং ৩.২৪ লাখ যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। কৃষিজ বর্জ্য থেকে মূল্য সৃষ্টির পরিকাঠামো এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড এই তহবিল কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনের সুবিধা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ২০২০-২১ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ পর্যন্ত জৈব উপকরণ উৎপাদন সংক্রান্ত ৫৪৫টি প্রকল্পে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদিত হয়েছে।মাট ১,১৩,৪১৯টি প্রকল্পে ৬৬,৩১০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে, প্রায় ১,০৭,৫০২ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, গুদাম, বাছাই ও গ্রেডিং কেন্দ্র এবং কোল্ড স্টোরেজ।প্রাণিসম্পদ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলঃ২০২০ সালে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে ১৫,০০০ কোটি টাকার এই তহবিল গঠন করা হয়। মাংস ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য বেসরকারি ও সমবায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে।জল ব্যবস্থাপনাঃজল শক্তি মন্ত্রক কৃষি ও উদ্যানপালনে ব্যবহারের জন্য পরিশোধিত বর্জ্যজলের পুনর্ব্যবহার উৎসাহিত করছে। জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলাধার পুনরুজ্জীবন এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে।জল জীবন মিশন গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যবৃত্তাকারে কৃষি ক্ষুধা নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করে। কম্পোস্টিং, বায়োচার ব্যবহার এবং বায়োমাস পুনর্ব্যবহার মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং পরিবেশবান্ধব কৃষিকে উৎসাহিত করে।উপসংহারঃকৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতির দিকে ভারতের অগ্রগতি প্রমান করে যে, পরিবেশ সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে সম্ভব। উপযুক্ত নীতি, পরিকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিজ বর্জ্যকে

বাংলা ভাষা কারও দয়ায় আসেনি, কেন্দ্রকে কটাক্ষ মমতার

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২২ ফেব্রয়ারি ঃ বাংলা ভাষা কারও দয়ায় আসেনি। কেন্দ্রীয় শাসকদলকে এক হাত নিতে গত শনিবার বিকেলে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশপ্রিয় পার্কের ভাষা স্মরণবেদি থেকে তিনি এই আক্রমণ শানান। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির আবেগ ও লড়াইয়ের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, একুশে ফেব্রয়ারি মানে কেবল একটি ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়, একুশে মানে মানবিকতা এবং সব ভাষার সংহতির এক দর্পণ। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নকাল থেকেই বাংলা ভাষা যে অষ্টম তফশিলভুক্ত এবং স্বীকৃত, সেই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলা ভাষা কারও দয়ায় আসেনি।কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি সরব হন ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ বস্তা গবেষণামূলক নথি দিল্লিতে পাঠানো সত্ত্বেও বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, বাংলায় কি সাহিত্যিক নেই? বাংলায় কি সংস্কৃতিপ্রবণ মানুষ নেই? কেন বাংলাকে এত অসম্মান করা হয়? কয়েকদিন আগে রাজ্যে এসে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে নিজেদের কৃতিত্বের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনেকের অনুমান এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারই জবাব দিলেন।

বিধানসভায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ১৪১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ ফেব্রয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ১৪১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো। এই উপলক্ষে রবিবার সকালে বিধানসভার লবিতে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মী ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করা হয়।উল্লেখ্য, ' দেশপ্রিয়' উপাধিতে ভূষিত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্রিটিশ শাসনামলে একজন প্রথিতযশা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী এবং প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের

চন্দনাইশ উপজেলার বরমা ইউনিয়নে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা যাত্রামোহন সেন ছিলেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য। ১৯০২ সালে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করেন এবং ১৯০৮ সালে কেমব্রিজ থেকে বি.এ. ও ১৯০৯ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। দেশের এই মহান নেতার মাত্র ৪৮ বছর বয়সে রাঁচিতে প্রয়াণ ঘটেছিল।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে জয়ললিতাকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ ফেব্রয়ারি ঃ মন কি বাত অনুষ্ঠানে জয়ললিতাকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১৩১-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের দেশে, যারা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন, যারা নিজেদের মহৎ কাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা সর্বদা জনগণের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন। আম্মা জয়ললিতা জি ছিলেন এমনই একজন জনপ্রিয় নেত্রী। ২৪শে ফেব্রয়ারি তাঁর জন্মবার্ষিকী। এখনও সে রাজ্যে আমার সফরের সময় তামিলনাড়ুর মানুষের তাঁর (জয়ললিতা) প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা আমি অনুভব করি। আম্মা জয়ললিতার কথা স্মরণ করলে তামিলনাড়ুর মানুষের মুখে এক উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠে। তিনি গুজরাটে আমার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল খুবই স্পষ্ট।

দেশজুড়ে বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, আইএসআই ও জঙ্গি যোগে ৮ জন গ্রেফতার

নয়াদিল্লি,তিরুপুর,(কলকাতা), ২২ ফেব্রয়ারিঃ দেশজুড়ে বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিয়ে আইএসআই ও বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করে ছিল, বাকিদের তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলা থেকে আটক করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিদেশি চক্রের নির্দেশে ভারতে বড়সড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা চলছিল।তিরুপুরের বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শহিদ ও মহম্মদ উজ্জ্বল নামে ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং পরিচয় গোপন করতে তারা জাল আধার কার্ড ব্যবহার করছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।অনলাইনে সন্ত্রাসে উৎসকানিমূলক পোস্টের সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু হয়। দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তিরুপুরে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় আটটি মোবাইল ফোন ও ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের দিল্লিতে আনা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শান্তিনিকেতনের হোটেলে মিলল তাজা বোমার পাহাড়, আটক ৭

বীরভূম, ২২ ফেব্রয়ারি ঃ রবিবার সকালে শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক এলাকায় একটি হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, হোটেলের ভেতরেই বোমা তৈরির কাজ চলছিল। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর আসে যে প্রান্তিক এলাকার একটি হোটেলে অন্তত ৫০টি তাজা বোমা মজুত রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই হোটেলের ভেতরে বসেই বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে।

বৃষঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন।

মিথুনঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে এবং আপনার অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই সময়কে ব্যবহার করা উচিত। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন করার আগে সবার সম্মতি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। শুভদিন

কর্কট রাশি ঃ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।

সিংহঃ অনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিস্কই হল শয়তানের কর্মশালা।

কন্যা ঃ জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। এরফলে দৈনন্দিন জীবনের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে বেঁচে থাকার আশাকেও নষ্ট করে দেয়।

তুলাঃ খুব ভাল দিন, বিশেষ করে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই দিন প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে খুব আগ্রহী বোধ করবেন। সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়।

বৃশ্চিকঃকাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে

ধনুঃ ধনু রাশির মিশ্র অভিজ্ঞতা হবে। চারপাশের মানুষের কাছ থেকে কিছু অজানা উত্তেজনার মুখোমুখি হতে পারেন। এই সময়টি কিছু উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। মানসিক শক্তি জোরাল থাকা সত্ত্বেও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। শুভদিন

মকরঃ যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে ।

কুম্ভঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সহায়তা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে উল্লেখযোগ্য সময় পাবেন। একজন বিশেষ বন্ধু আপনার অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে পারে। জীবনের জটিলতা বোঝার জন্য আজকে আপনি আপনার বাড়ির কোনো বড়ো সদস্যের সাথে সময় কাটাতে পারেন।

মীন ঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগ সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আপনার সন্তানসন্ততিদের জন্য কিছু বিশেষ পরিকল্পনা করুন।বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। শুভ দিন হতে পারে আজকে। অর্থ উন্নতি।

আবহাওয়া

আগামী সপ্তাহের শুরুতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কারণে আগামী সপ্তাহের সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গেই বা।তে চলেছে তাপমাত্রাও। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তাপমাত্রা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গেও। পাহাড়ঘেঁষা জেলাগুলিতে বৃষ্টিও হতে পারে।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা৮৩ শতকরা এবং ৩৮শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০মিনিট । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ঃ সকাল ৬টা ০৮মনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজকে ৫টা ৩৫মিনিটে

চোলাই মদ ও সাট্টার ঠেকে পুলিশের অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে চোলাই মদ ও সাট্টার ঠেকে অভিযান চালালো পুলিশ, প্রায় ৫৮৫ লিটার চোলাই মদ ও বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার বেশ কয়েকজন। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় বড়গাছিয়া সন্ধ্যাবাজার, হাঁটাল মোড় সহ একাধিক জায়গায় পুলিশের ওই বিশেষ অভিযানে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর পাশাপাশি জুয়ার সরঞ্জাম সহ চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অভিযানে মোট ৫৮৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি ওই থানা এলাকায় একটি অনলাইন সাট্টার ঠেকেও শনিবার পুলিশ অভিযান চালায়। সেখান থেকে কম্পিউটার প্রিন্টার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। দোকান মালিকের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে খুঁজছে পুলিশ।

বাতাসা খাওয়ানোর নাম করে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বারুইপুরে প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাতাসা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠলো। অভিযুক্ত গ্রেফতার। ঘটনাটি বারুইপুর থানা এলাকার। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন ছাত্রীটি স্কুল থেকে ফিরছিল। রাস্তার ধারে অভিযুক্ত বৃদ্ধের দোকান রয়েছে। শিশুটিকে বাতাসা খাওয়ার লোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি অনুযায়ী, বাতাসা খাওয়ানোর নাম করে তাকে দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয়। শিশুটির মা খোঁজ শুরু করে। সন্তানের খোঁজে স্কুলের দিকে যাওয়ার সময় দেখতে পান দোকানের পাশে মেয়ের জুতা পড়ে রয়েছে। আর তা দেখে তার সন্দেহ হয়। আর দোকানের ভেতরে ঢুকে তিনি দেখেন তার মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করেন তিনি। চিৎকার শুনতে পেয়ে দৌড়ে যান প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। আদালতে গোপন জবানবন্দির আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার।

প্রেমিককে খুন করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো প্রেমিকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রেমিককে খুন করে পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়লো এক মহিলা, পুলিশের হাতে আটক মহিলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ঢোলাহাট থানার পঞ্চানন বাজার সংলগ্ন রামনগর আবাদ এলাকায় প্রেমিক যুবককে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে খেলো গণধোলাই, তুলে দেওয়া হলো পুলিশের হাতে। উল্লেখ্য বাপন দাস (৩৮) পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের সূত্রে দিল্লিতে থাকার সময় দশ বছরের বড়ো এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, আর ভালোবাসার টানে নিজের স্ত্রী সন্তান ছেড়ে মাঝেমধ্যে গ্রামের এলাকায় ওই মহিলাকে নিয়ে ঘরে বসবাস করার শেষ পরিণতি হল এই খুন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ শনিবার স্থানীয় শিব চতুর্দশীর মেলা থেকে ফেরার পর বাপন আর সঙ্গে থাকা মহিলার সঙ্গে রাত্রিতে গন্ডগোল মারামারি হয়। শেষ পর্যন্ত রবিবার সকাল ৯ টা নাগাদ বাপনের ভাগনা এবং ভাগ্নি টিউশনি থেকে এসে মামার গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় মেঝেতে বসা অবস্থায় দেখতে পায়। চিৎকার চেঁচামেচি করলে লোকজন এসে খোঁজ করে ওই মহিলার। পরবর্তীকালে মহিলার খোঁজে পঞ্চানন বাজারের বাস রোডের উপর থেকে ধরে নিয়ে আসে তারা, গাড়িতে উঠে পালাবার উদ্দেশ্যে ওই মহিলা গিয়েছিল বলে খবর। এলাকা বাসী ওই মহিলাকে ধরে নিয়ে এসে ঢোলাহাট থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। পুলিশ এসে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে মহিলাকে, নিয়ে যাওয়া হয় ঢোলাহাট থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলা ভাষার অপমানটা বাঙালির গর্বের মাতৃভাষা দিবসে না করলেই পারতেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ 'শিক্ষিত' সিপিএমের 'প্রগতিশীল মহাশূন্য'রা অন্তত বাংলা ভাষার অপমানটা বাঙালির গর্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে না করলেই পারতেন, হাওড়ায় মন্তব্য তৃণমূল মুখপাত্র সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী'র। 'বালি কেন্দ্র ক্লাব সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় বালি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওই মন্তব্য করেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এদিন বলেন, তআজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিটিকাল ট্রান্সফর্মেশন হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। প্রতীক উর রহমান যিনি দু'দিন আগেই সিপিআইএমের পতাকা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি নিজে দল থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। তিনি আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে আমতলা অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলেছেন। তারপর সিপিআইএমের পার্টি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তিনদিন আগে নিজে থেকে পদত্যাগ করলেন, তাঁকে আবার বহিষ্কার করে কোথা থেকে ? তাহলে সিপিআইএম কি এখন টাইম মেশিন ট্রাভেল করতে শিখেছে ? সিপিআইএম দাবি করে যে তারা নাকি সব থেকে শিক্ষিতদের পার্টি। সেই শিক্ষিতদের পার্টি বহিষ্কারের নোটিশ পাঠাচ্ছে অথচ বহিষ্কারের বানানটাই ভুল। তৎক্ষণাৎ বানানটাও ভুল। যে পার্টি নিজেদের এতো শিক্ষিত বলে দাবি করে সেই শিক্ষিত সিপিএমের প্রগতিশীল মহাশূন্যরা অন্তত বাংলা ভাষার এই অপমানটা বাঙালির গর্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে না করলেই পারতেন। প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখেন। তিনি বলেছিলেন, লক্ষীর ভান্ডারের ৫০০ টাকা বেড়ে দেড় হাজার টাকা হবে। মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লক্ষীর ভান্ডারের বাড়তি টাকাও ঢুকেছে। মোদি সরকার বলেছিল বছরে ১৫ লক্ষ টাকা বেকারদের অ্যাকাউন্টে যাবে। ১৫ পয়সাও কারও অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। সুতরাং মমতার প্রতি মানুষ ভরসা রাখছেন। গরিব মানুষের হাতে 'ডায়রেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' এটা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদরা বলছেন। সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে। এদিন বিজেপিকেও একহাত নেন তিনি। রামকৃষ্ণকে 'স্বামী রামকৃষ্ণ' ও বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্কিমদা' বলে প্রধানমন্ত্রীর সম্বোধন ও একাধিক সময়ে বিজেপি নেতাদের মুখে বাংলার মনীষীদের অসম্মান জানানোর ঘটনার নিন্দা করেন তিনি। সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিমকেও একহাত নেন। আইএসএফ সহ হুমায়ুন কবীর ও অন্যান্য দলের সঙ্গে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের মিটিং করা ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ইঙ্গিত করেন। সেলিমকে চরম সম্প্রদায়িক বলেও অভিহিত করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে কৈলাশ মিশ্র, ভাস্কর গোপাল চ্যাটার্জি, অভিজিৎ গাঙ্গুলি, রেখা রাউত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নবদ্বীপে আধ্যাত্মিক মহামিলন ! ৬৭তম বর্ষপূর্তিতে ঋষি অরবিন্দ মন্দিরে বিশিষ্টজনরা !

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভক্তি, সাধনা ও আধুনিক আধ্যাত্মিক দর্শনের অপূর্ব সমন্বয়ে মুখরিত হয়ে উঠল নদীয়ার নবদ্বীপ। হেরিটেজ স্বীকৃত শ্রী ঋষি অরবিন্দ মন্দির-এ দুই দিনব্যাপী পালিত হলো ৬৭তম প্রতিষ্ঠা বর্ষপূর্তি। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবাণী ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও চিন্তনমূলক সেমিনারে ভরে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। নবদ্বীপ ঐতিহ্যগত ভাবে ভক্তি ও সাধনার পীঠভূমি। সেই আবহেই শ্রী অরবিন্দ-এর আধুনিক যোগদর্শন এই মন্দিরকে দিয়েছে এক বিশেষ তাৎপর্য। প্রাচীন ভক্তিধারার সঙ্গে আধুনিক আধ্যাত্মিক চিন্তার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এই কেন্দ্র। এ বছর উদ্যাপিত হয় শ্রীঅরবিন্দের মহাধাতুর প্রতিষ্ঠার ৬৭তম বার্ষিকী এবং দ্য মাদার-এর ১৪৮ তম জন্মবার্ষিকী। ২১ ফেব্রুয়ারি 'দ্য মাদার'-এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ধ্যান, অর্গান সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ভক্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় পুনরায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুদুচেরি সরকারের মন্ত্রী ও ওয়ার্ল্ড পিস ট্রাস্টের সভাপতি কে. লদীনারায়ণন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপোবন ওপেন ইউনিভার্সিটি অব যোগা অ্যান্ড আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা কিরণ লাব শঙ্কর ব্যাস। দুই দিনের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার ও আলোচনা সভায় গণযোগাযোগ, শিক্ষা, ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বঙ্গবাণীর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। ভক্ত, অনুরাগী ও বিশিষ্টজনদের সক্রিয় উপস্থিতিতে নবদ্বীপে সৃষ্টি হয় এক গভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আবহ। মন্দির কর্তৃপক্ষের মতে, ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্য ও মানবিক চেতনার ধারাকে আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নবদ্বীপের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে এই আয়োজন নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মত উপস্থিত মহলের।

আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে ফিরলেন বসিরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে এক যোগদান কর্মসূচিতে, তৃণমূলের জেলা সভাপতির হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিলেন দীপেন্দু বিশ্বাস। দীপেন্দু ছাড়াও বসিরহাটের প্রাক্তন উপ পৌরপ্রধান পার্থ সারথি বোস, কংগ্রেস নেতা কাদের সরদার সহ ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠনের নেতৃত্ব সহ মোট সাতাশ জন যোগদান করেন এই যোগদান কর্মসূচীতে। প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায়, বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, সেই সময় শমীক ভট্টাচার্যের কাছে হেরে যান দিপেন্দু বিশ্বাস। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আবারো শমীক ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দীপেন্দু বিশ্বাস এবং চব্বিশ হাজারের বেশী ভোটে জয়ী হন তিনি। ২০১৬ সালে থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনিই বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে দীপেন্দুকে টিকিট দেয়নি দল। এরপর ই বিজেপিতে যোগ দেন দিপেন্দু বিশ্বাস । তারপর ২০২২ সালে বিজেপি শিবির ত্যাগ করেন। চার বছর পর রবিবার দুপুরে আবারো তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বসিরহাট সহ কোলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে,কর্মসূচীতে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তার উপস্থিতি চোখে পরছিলো, ফলে তার দলে ফেরা নিয়ে আশাপ্রকাশ করছিলো তার অনুগামীরা। দীপেন্দু বিশ্বাসের পাশাপাশি এদিন তৃণমূলে যোগ দেন বসিরহাটের দাপুটে কংগ্রেস নেতা কাদের সরদার, একসময় তৃণমূল দল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া পার্থ সারথী বোস সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠনের নেতৃত্ব সহ মোট সাতাশ জন। দীপেন্দু বলেন বিজেপিতে একদিন গিয়েছিলেন,তারপর থেকে ওদের সঙ্গে কিছুতেই জাননি। অনেক দিন থেকেই দলের সঙ্গে আছেন বিভিন্ন কর্মসূচীতে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। ২০১৪ সালে যখন রাজনীতির আঙিনায় আসেন তখন তৃণমূল দিয়েই শুরু করেছিলেন, ফের সেই ঘরে ফিরে ভালো লাগছে বলে জানান দীপেন্দু। তৃণমূলে দীপেন্দু বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে তাকে শুভেচ্ছায় ভরাচ্ছেন তার অনুগামীরা।

বেলুড়ের দুর্ঘটনায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত সাইকেল আরোহী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলুড়, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বেলুড়ের এমসিকেভি মোড়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু সাইকেল আরোহীর। বাস আটক হলেও চালকের খোঁজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পরশুরাম যাদব (৫৫)। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে জি টি রোডের উপর এমসিকেভি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কাছে। দুর্ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভিতে। এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। মৃত পরশুরাম যাদব থাকতেন লিলুয়ার ডাফার (অগ্রসেন) স্ট্রিটে। বাড়ি থেকে সাইকেলে কর্মস্থলে বেরিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। হাওড়া থেকে বালির দিকে আসা একটি বাস পিছন দিক থেকে তাঁকে ধাক্কা মারে। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে বেলুড় থানা পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চলছে।

যুব সাথীর সাফল্যে বর্ধমানে যুব তৃণমূলের ১,৫০০ বাইকের মিছিল

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ যুব সাথী প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে বর্ধমান শহরে বিশাল বাইক মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব শাখা। রবিবার তেলিপুকুর থেকে গোলাপবাগের বিধানচন্দ্র মূর্তি মোড় পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঘুরে মিছিলটি এগিয়ে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। তার নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবকরা মোটরবাইক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি বাইক এই র্যালিতে অংশ নেয়, যা শহরে ব্যাপক সাড়া ফেলে। জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সমাজের জন্য 'যুব সাথী' প্রকল্প চালু করে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ বহু যুবকের ডঙ্খপকারে এসেছে। সেই কারণেই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় বলে জানান তিনি। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শহর জুড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে র্যালি এগিয়ে যায় এবং দলীয় পতাকা ও ব্যানারে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। আয়োজকদের দাবি, যুব সাথী প্রকল্পে ইতিমধ্যেই বহু যুবক উপকৃত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনমুখী কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসে মহিলা মিছিল

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ লক্ষী ভান্ডার প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা বাড়ানোর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিবার বিকেলে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের হাটগাছা এক নম্বর অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে এক মহা মিছিলে উপস্থিত রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়, হাটগাছা ১নং পঞ্চায়েত প্রধান প্রসেনজিৎ দাস, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ নুর সালাম,তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর মহল প্রমুখ।

পুলিশের তৎপরতায় ১২ ঘণ্টায় তিন লক্ষ টাকার গহনা উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই কিনারা হল তিন লক্ষ টাকার গহনা চুরির ঘটনা। দ্রুত তদন্ত ও অভিযানে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া প্রায় সমস্ত গহনাই উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদকুল্লা নতুন পাতুয়া এলাকার এক মহিলা তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়ির তালা ভেঙে নগদ ১৮ হাজার টাকা এবং প্রায় তিন লক্ষ টাকার সোনার গহনা চুরি করে পালিয়ে যায়। অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে তাহেরপুর থানা। দ্রুত সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে বাদকুল্লা নতুন পাতুয়া এলাকা থেকে রাজু প্রামানিক নামে এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে নোয়াপুকুর পাড়া এলাকা থেকে আরও দুই অভিযুক্ত;অজয় শীল ও মিলন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তীতে চুরি যাওয়া গহনা কেনার অভিযোগে পূর্ব বাদকুল্লা এলাকা থেকে সুশান্ত কর্মকার নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত গহনা এবং ১০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন অভিযোগকারী মহিলা। এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও পুলিশের তৎপরতায় খুশি সকলেই।

ফের বিজেপি শাসিত রাজ্যে আবার আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্তবার্তা, অভিষেক দাস, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে আবার আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক। এবার মধ্যপ্রদেশে কাপড় ফেরি করতে গিয়ে মধ্য প্রদেশের সাগর জেলার শুরকি থানার সামনা পুর গ্রামে, আক্রান্ত হতে হলো মালদার কালিয়াচকের বামুনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুরের বাসিন্দা, সায়েদ শেখকে। বর্তমানে তিনি বুন্ডলখণ্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গত নয় দিন আগে তিনি মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলেন। এস আই আর এর ডাক পাওয়ায় মালদায় এসেছিলেন। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সে। নতুন নয় বিগত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রদেশে কাপড় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। তার স্ত্রী ও মা জানিয়েছেন, সে বলেছিল মধ্যপ্রদেশে বাংলা বললে গ্রামেগঞ্জে সমস্যা হয়। বাংলায় কথা বলার জন্যই আক্রান্ত হতে হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যকে। গোটা ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন, জেলা পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সদস্য শাহিদুর রহমান। তার অভিযোগ বাংলায় কথা বললেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে আক্রান্ত হতে হচ্ছে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের। আর এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপি রাজনৈতিক তরজা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি বিধায়কের অনশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অনশন শিলিগুড়ির বিধায়কের। জানালেন রাজ্য সরকার একের পর এক অন্যায় করে চলছে। অনশনে বসলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক সংকর ঘোষ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি এই অনশনে বসলেন। তিনি জানালেন রাজ্য সরকার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিছু না কিছু করে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাইছে। কিন্তু মানুষ এবার বুঝতে পেরে গেছে এইভাবে কিছু করা যায় না। বা হতে পারে না, তাই মানুষ এবার বিজেপিকে ভোট দেবে। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ আরো জানান মানুষ এবারে বিরক্ত হয়ে যাবে। এদিন বিধায়কের সাথে অনশনে বসেন শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিজেপির সদস্য এবং সমর্থকেরা। বিধায়ক এদিন জানান এত কিছুই নয় এই অবস্থা চলতেই থাকবে। আপনারা দেখবেন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

১৪১টি সাইবার প্রতারণা, গায়েব ১ কোটি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত ১৪১টি সাইবার অপরাধের অভিযোগ এসেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতারিত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। ওই সব অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানিয়েছেন, যখনই কোনও ব্যক্তি ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অভিযোগ জানান, প্রাথমিকভাবে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা যায় সেটি ফ্রিজ করা হয়। তদন্তে যদি দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্দোষ তাহলে তাঁর অ্যাকাউন্ট দ্রুত ডি-ফ্রিজ করা হয়। আদালতের নির্দেশে বা পুলিশের এনওসি-এর মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুলিশ সুপার বলেন, 'মূলত কল সেন্টার, ভুয়ো ব্যাঙ্ক কর্মী, কাজের লিংক বা অনলাইন অফারের মাধ্যমে মানুষকে বিপদে ফেলা হচ্ছে।

সাড়ম্বরে পালিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ১৯১ তম জন্ম মহোৎসব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১ তম জন্মমহোৎসব সাড়ম্বরে পালিত বেলুড় মঠে। দিনভর ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। রীতি মেনে মঠ প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১তম জন্মমহোৎসব উপলক্ষে রবিবার সকাল থেকে সেজে উঠেছিল বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণ। প্রথা অনুযায়ী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির পর যে রবিবার আসে বেলুড় মঠে সেদিনই পালিত হয় এই জন্মমহোৎসব। এই উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও বেলুড় মঠে মেলা বসে। সারাদিন মেলায় বিকিকিনি হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত এবং সাধারণ মানুষ আসেন এই মেলায়। ভোর থেকেই দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসেন। একই সাথে ঠাকুরের মন্দিরে এবং মন্দিরের পাশে নির্মিত অস্থায়ী মন্ডপে এবং মঠ অফিস প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই চলে নানা অনুষ্ঠান। বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামচরিতমানস পাঠ (স্বামী সুখানন্দ), ভজন ও ঐকতান (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েস একাডেমীর ছাত্রবৃন্দ), ভক্তিগীতি, বাউল গান, তরজা (শিবপদ মণ্ডল), লোকনৃত্য (ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবৃন্দ), যোগাসন- 'পতঞ্জলী যোগে চিত্ত' (রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ বিভাগের ছাত্রবৃন্দ), নাট্যাভিনয় 'ব্রজের রাখাল, রাখাল রাজা' (আঁটপুর কল্পতরু নাট্যতীর্থ), ভক্তিগীতি, শ্যামাসঙ্গীত (পার্থ সারথি দাস), গীতি-আলেখ্য 'কে ঐ আসিল রে কামারপুকুরে' (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ), পদাবলী কীর্তন (শ্যামল নস্কর), ভজন (অর্ণব ভদ্র), কালীকীর্তন (বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ) সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন করা হয়। এদিন মঠের তরফ থেকে হাতে হাতে ভোগ বিতরণ করা হয়। এই বিশেষ দিনে সারাদিনই বেলুড় মঠ খোলা ছিল।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ১৪১তম জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা তথা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর জন্ম ১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রামে। তাঁর বাবা যাত্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং তৎকালীন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য। যতীন্দ্রমোহন কলকাতার হেয়ার স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ইংলন্ড পাড়ি দেন। কেমব্রিজে ডাওনিং কলেজে তিনি আইনের উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর আলাপ হয় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহী এক ব্রিটিশ তরুণী, এডিথ এলেন গ্রে-র সঙ্গে। যতীন্দ্রমোহন এবং এডিথ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং এদেশে এডিথ পরিচিত হন নেলি সেনগুপ্ত নামে। যতীন্দ্রমোহন কেমব্রিজ মজলিসেরও সভাপতি হয়েছিলেন ১৯০৮ সালে। দেশে ফিরে আইনব্যবসা এবং জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি শুরু করেন যতীন্দ্রমোহন। গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আইনব্যবসা ত্যাগ করেন। তৎকালীন বর্মা অয়েল কোম্পানিতে ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্রমোহন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর, ১৯২৫ সালে, তিনি বাংলায় স্বরাজ্য দলের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯৩০ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়রের পদে আসীন ছিলেন। ভারত থেকে বর্মা-প্রদেশকে পৃথক করার বিরুদ্ধেও জোরালো আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি আবার ইংলন্ড যান ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে। দেশে ফিরে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩২-এর জানুয়ারি মাসে পুনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। রাঁচি জেলে বন্দী থাকাকালীন, ১৯৩৩ সালের ২৩ জুলাই, তাঁর মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় মাস্টারদা সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ প্রমুখের পক্ষ নিয়ে তিনি আইনের লড়াই করেছিলেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত' নামে আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

এস.ইউ.সিআই থেকে ৫ শতাধিক কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তার আগে বিরোধী দল থেকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান বেড়ে চলেছে। রবিবার কুলতলি বিধানসভার মেরীগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিরোধী দল থেকে শাসক দলে যোগদান করলো ৫ শতাধিক কর্মী সমর্থক। ভোটের আগে বড় ধাক্কা বিরোধী শিবিরে। এস ইউ সি আই এর পঞ্চায়েত সদস্য সহ পাঁচ শতাধিক কর্মী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নিলো কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের হাত থেকে। এদিন কুলতলি বিধানসভার মেরিগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কচিয়ামারা প্রাইমারি স্কুল মাঠে মেরিগঞ্জ ১ নং অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি জাকির শেখের উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল। এদিন বিধায়কের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নিলেন এস ইউ সি আই-এর আলাউদ্দিন মোল্লা, সিরাজ মোল্লা, ভোলা খানের নেতৃত্বে ৫ শতাধিক কর্মী সমর্থক। এদিনের সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুলতলি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন পুরকাইত, জেলা পরিষদ সদস্য শ্যামাপদ নস্কর, মেরীগঞ্জ ১ নং অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির শেখ, পঞ্চায়েত প্রধান রেখা রানী লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দেখে আর তার শরিক হতে এদিন বিরোধী দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শরিক হলো ৫ শতাধিক কর্মী সমর্থক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮৪, সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২

দলবদলের ছায়ায় গেরুয়া শিবির

বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতির আকাশে আবারও ভেসে উঠেছে চেনা মেঘ-দলবদল। কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান সেই মেঘকে ঘন করেছে আরও। পাহাড়ের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ, সংগঠনের স্তরে প্রভাবশালী এক নেতা-তাঁর এই পদক্ষেপ নিছক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল। নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন দলবদল যে কোনও দলের পক্ষেই অস্বস্তিকর, আর বিজেপির ক্ষেত্রে তা আরও সংবেদনশীল, কারণ তারা ইতিমধ্যেই সংগঠনগত ঐক্য এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে চ্যালেঞ্জের মুখে। বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার প্রস্থানকে ঘিরে বিজেপির অন্দরে যে বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছে, তা গোপন কিছু নয়। পাহাড়ের রাজনীতি সব সময়ই স্পর্শকাতর। সেখানে এক জন বিধায়কের দলত্যাগ কেবল একটি আসনের সমীকরণ বদলায় না, বদলে দেয় মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যও। বিজেপির আশঙ্কা, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিরোধী শিবির-বিশেষত তৃণমূল-আরও কয়েকজন বিধায়ককে টার্গেট করে দলবদলের অভিযান জোরদার করতে পারে। রাজনৈতিক কৌশলে 'লোটাস' যেমন জাতীয় রাজনীতিতে এক সময় আলোচিত হয়েছিল, তেমনই বাংলায় ' এখন পাল্টা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে-এই আশঙ্কাই গেরুয়া শিবিরের ভিত কাঁপাচ্ছে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কাছে কয়েকজন বিধায়কের সাম্প্রতিক গতিবিধি সন্দেহজনক বলে ঠেকছে। রাজনৈতিক বৈঠকে অনুপস্থিতি, প্রকাশ্যে অসন্তোষের ইঙ্গিত, বা স্থানীয় স্তরে সংগঠনের সঙ্গে দূরত্ব-এই সব লক্ষণই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বিষয়টি ইতিমধ্যেই দিল্লির নজরে আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও পরিস্থিতি হালকা ভাবে নিচ্ছে না। সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবদের তরফে রাজ্য নেতৃত্বকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরিষদীয় দলের সঙ্গে যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে হবে। অর্থাৎ, দলীয় শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের উপর জোর বাড়াতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব। এখানে প্রশ্ন উঠছে, কেন এই অস্থিরতা? বিজেপি তো ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল। বিরোধী শিবির হিসেবে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিল। তা হলে এখন কেন এমন অনিশ্চয়তা? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে হবে গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক প্রবাহ। সংগঠনের দ্রুত বিস্তার যেমন হয়েছে, তেমনই সেই বিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আদর্শিক ঐক্য ও সাংগঠনিক সংহতি গড়ে ওঠেনি-এমন অভিযোগ দলীয় মহলের একাংশের। অনেকেই বলছেন, নির্বাচনের আগে অন্য দল থেকে আসা নেতাদের দ্রুত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, যা পুরনো কর্মীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। সেই ক্ষোভই কি এখন দলবদলের বীজ বুনছে? তৃণমূলের কৌশলও এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা জানে, নির্বাচনের আগে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরানো গেলে রাজনৈতিক বার্তা যায়-'নিজেই অনিশ্চিত'। এক জন বিধায়ক দল ছাড়লে তা কেবল সংখ্যার প্রশ্ন নয়, বরং জনমানসে আস্থার প্রশ্ন। ভোটাররা একাংশ মনে করতে পারেন, যদি নেতারাই দল ছেড়ে যান, তবে সেই দল ভবিষ্যৎ কতটা স্থিতিশীল হবে? এই মনস্তাত্ত্বিক চাপই বড় অস্ত্র। বিশেষত পাহাড়, জঙ্গলমহল বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যেখানে স্থানীয় নেতৃত্বের ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক বেশি, সেখানে দলবদলের অভিঘাত বহুগুণে বাড়ে। তবে বিজেপিও বসে নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সক্রিয়তা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরিষদীয় দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ আসলে একটি রাজনৈতিক বার্তা-দল ঐক্যবদ্ধ, এবং যে কোনও ভাঙনের চেষ্টা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। পাশাপাশি, সাংগঠনিক পুনর্গঠন, নিয়মিত বৈঠক, এবং অসন্তুষ্ট নেতাদের সঙ্গে সংলাপ-এই সব পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে সূত্রের দাবি। অর্থাৎ, দলবদলের সম্ভাব্য ঢেউকে আগেভাগেই থামাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়-এই পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হবে? রাজ্য রাজনীতিতে দলবদল নতুন কিছু নয়। তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস-সব দলই কখনও না কখনও এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্থানীয় সমীকরণ, ব্যক্তিগত অসন্তোষ-সব মিলিয়ে দলবদল এক জটিল প্রক্রিয়া। কেবল সাংগঠনিক নির্দেশে তা থামানো যায় না। প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভবিষ্যতের স্পষ্ট রূপরেখা। বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জ হল, তারা কি তাদের বিধায়ক ও নেতাদের কাছে সেই ভবিষ্যতের আশ্বাস পৌঁছে দিতে পারছে? আরও একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি জাতীয় স্তরে শক্তিশালী হলেও, বাংলায় এখনও তারা শাসকদল নয়। ফলে অনেক নেতার কাছে ক্ষমতার সরাসরি অংশীদার হওয়ার সুযোগ সীমিত। অন্য দিকে, তৃণমূল শাসকদল হিসেবে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে এগিয়ে। এই বাস্তবতা অনেক সময় ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। নির্বাচনের আগে যদি মনে হয় ক্ষমতার পাল্লা কোন দিকে ভারী, তবে রাজনৈতিক নেতারা সেই দিকেই ঝুঁকতে পারেন-এটাই রাজনৈতিক বাস্তববাদ। তবে অতিরঞ্জনও ঠিক নয়। একটি বা দু'টি দলবদল মানেই বৃহৎ ভাঙন-এমন ভাবার কারণ নেই। অনেক সময় দলবদলকে কেন্দ্র করে যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়, তা বাস্তবের তুলনায় বেশি। বিজেপি যদি দ্রুত সংগঠনের ভিত মজবুত করতে পারে, অসন্তুষ্টদের দূর করতে পারে এবং স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিতে পারে, তবে এই সংকট সাময়িকই থেকে যাবে। বরং তা দলকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেবে। বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার পদক্ষেপ তাই কেবল এক জন নেতার দলত্যাগ নয় এটি একটি সতর্কবার্তা।

অনুকূল ঠাকুরের বাণী

''যেমন ডালিম পাকিলেই ফেটে যায়, তোমার অন্তরের সত্তার পাকিলেই আপনি ফেটে যাবে-তোমায় মৃত্যু প্রবেশ করতে হবে না।''

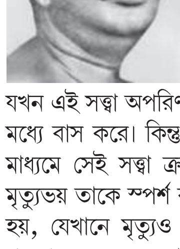

এই বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর্জীবনের এক মৌলিক সত্য তুলে ধরেছেন। এখানে ডালিমের পাকিলেই ফেটে যায়-এই উপমাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি ডালিম যখন সম্পূর্ণ পরিণত বা পাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা ফেটে যায়। তাকে বাইরে থেকে ভাঙতে হয় না। অর্থাৎ, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে তার পরিণতি ঘটে। ঠাকুর এই উপমা ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন-মানুষের ভেতরের সত্তা বা চেতনা যখন পরিপক্ক হয়, তখন তার ভেতরের অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা ও অহংকার নিজে থেকেই ভেঙে যায়। অন্তরের সত্তা বলতে তিনি মানুষের অন্তর্গত প্রাণশক্তি বা আত্মিক সত্তাকে বুঝিয়েছেন। যখন এই সত্তা অপরিণত থাকে, তখন মানুষ ভয়, লোভ, হিংসা ও বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করে। কিন্তু সাধনা, সৎকর্ম, সৎসঙ্গ এবং আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনের মাধ্যমে সেই সত্তা ক্রমে পরিণত হয়। তখন বাইরের কোনো আঘাত বা মৃত্যুভয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তার চেতনা এমন স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে মৃত্যুও এক রূপান্তর মাত্র। বাণীর শেষ অংশ-তোমায় মৃত্যু প্রবেশ করতে হবে না-এখানে মৃত্যু বলতে কেবল দেহের অবসান নয় বরং আত্মিক অন্ধকার, নৈতিক পতন বা চেতনার স্থবিরতাকেও বোঝানো হয়েছে। ঠাকুরের মতে, যে ব্যক্তি আত্মিক বিকাশের পথে এগিয়ে যায়, তার জীবনে প্রকৃত অর্থে মৃত্যু নেই। কারণ সে তার সত্তার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে নতুন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। এই বাণী আমাদের শেখায়-আত্মশুদ্ধি ও অন্তর্বিকাশই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। বাইরের পরিবর্তনের আগে প্রয়োজন ভেতরের পরিণতি। যেমন ডালিমের পাকাপাকা সময়সাপেক্ষ, তেমনই মানুষের আত্মিক পরিপক্কতাও ধীরে ধীরে আসে। ধৈর্য, নিয়মিত সাধনা ও সচ্চিন্তার মাধ্যমে সেই বিকাশ সম্ভব। আজকের ব্যস্ত, প্রতিযোগিতামূলক জীবনে এই বাণী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আমরা প্রায়ই বাহ্যিক সাফল্যের পেছনে ছুটি, অথচ ভেতরের পরিণতি বা চরিত্রগঠনকে অবহেলা করি। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-যে জীবন অন্তরে থেকে পরিপক্ক, সে জীবনই প্রকৃত অর্থে অমর ও সফল। অতএব, এই বাণী শুধু আধ্যাত্মিক উপদেশ নয় এটি জীবনদর্শন। আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হলে, মানুষ নিজেই নিজের অন্ধকার ভেঙে আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে।

শহুরেদের মন জয়ের কৌশলে বঙ্গ বিজেপি

তন্ময় হালদার

বাংলায় বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক অঙ্ক জটিল হয়ে উঠছে। গ্রামবাংলা বরাবরই নির্বাচনের নির্ণায়ক শক্তি হলেও, গত এক দশকে শহুরে ভোটের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই বিজেপি নাকি বেশ কয়েকটি ভোটকুশলী সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পেয়েই পদ্ম-নেতৃত্বের

মনে হয়েছে, এ বার শহরাঞ্চলে আসন বাড়ানোর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত-শহুরে মধ্যবিত্তের মন জয়ের জন্য বিশেষ কৌশল নেওয়া হবে, এবং চিকিৎসক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক সেমিনারের আয়োজন করা হবে। যেখানে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে 'পরিবর্তনের বার্তা' পৌঁছে দেওয়া হবে। এই কৌশলের মধ্যে একাধিক স্তর রয়েছে। প্রথমত, বিজেপি বুঝতে পারছে যে শহরের ভোটাররা কেবল আবেগ বা পরিচয়ের রাজনীতিতে আটকে নেই তারা নীতি, পরিকাঠামো, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে বেশি সচেতন। দ্বিতীয়ত, শহুরে মধ্যবিত্ত মতামত গঠনে প্রভাবশালী। চিকিৎসক, অধ্যাপক বা আইনজীবীদের বক্তব্য সামাজিক পরিসরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন রাজনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সমীক্ষার রিপোর্ট কি বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন? নির্বাচনের আগে সমীক্ষা এখন এক ধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র। তা দলকে আত্মবিশ্বাস জোগায়, কর্মীদের উদ্দীপ্ত করে এবং সম্ভাব্য কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হয়। তবে সমীক্ষার ফলাফলকে অতি-আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি করলে বিপদও আছে। শহুরে ভোটাররা অস্থির ও বিচক্ষণ-তারা শেষ মুহূর্তে মত বদলাতেও দ্বিধা করে না। তাই কেবল 'তৈরি হয়েছে' এই ধারণায় ভর করে এগোলে চলবে না বাস্তব ইস্যুতে নির্ভরযোগ্য রূপরেখা দিতে হবে। শহুরে মধ্যবিত্তের মন জয়ের প্রশ্নে বিজেপির সামনে একদিকে সুযোগ, অন্যদিকে চ্যালেঞ্জ। সুযোগ এই যে, জাতীয় রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে তুলে ধরে উন্নয়নের বার্তা দেওয়া যায়। চ্যালেঞ্জ এই যে, বাংলার শহরগুলিতে স্থানীয় সমস্যার তালিকা দীর্ঘ-যানজট, দূষণ, পানীয় জলের সংকট, স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, ছোট ব্যবসার সংকট। এই সব সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান না দেখালে সেমিনার কেবল প্রতীকী উদ্যোগ হয়েই থাকবে। চিকিৎসক সমাজের সঙ্গে আলোচনায় স্বাস্থ্যনীতি উঠে আসবে। শহরের সরকারি হাসপাতালের ভিড়, বেসরকারি চিকিৎসার ব্যয়, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা-এসবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অধ্যাপক সমাজ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, গবেষণা-অনুদান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। ব্যবসায়ীরা জিএসটি, কর কাঠামো, ঋণপ্রাপ্তি ও বাজার সম্প্রসারণের কথা বলবেন। আইনজীবীরা বিচারব্যবস্থার গতি, আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলবেন। এই সব আলোচনায় যদি দল সুস্পষ্ট নীতিগত অবস্থান না নেয়, তবে সেমিনারের বার্তা শক্তিশালী হবে না। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিশ্বাসযোগ্যতা। শহুরে ভোটাররা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বিচার করেন অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন, আর্থিক বরাদ্দ-এসব প্রশ্নও আলোচনায় আসবে। বিজেপি যদি রাজনৈতিক পরিবর্তনের বার্তা দিতে চায়, তবে সেই পরিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট করতে হবে। শুধু বিরোধিতা নয়, বিকল্পের দিশা দেখাতে হবে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শহর ও গ্রাম বিভাজন নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রসার এবং সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক বিতর্কের বিস্তার শহুরে ভোটকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চায়, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও নিরাপত্তার প্রশ্নেও সচেতন। বিজেপি এই দুই দিককেই সমন্বিত করে বার্তা দিতে চাইছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই কৌশল সফল হবে কি না, তা নির্ভর করবে সংলাপের আন্তরিকতার উপর। সেমিনার যদি একমুখী বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা কার্যকর হবে না। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন, সমালোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শহুরে শিক্ষিত সমাজ প্রতীকী আলাপচারিতায় সন্তুষ্ট নয় তারা যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা চায়। এখানে বিরোধী শিবিরের ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। শহুরে ভোটের জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র। শাসক দলও উন্নয়ন, সামাজিক প্রকল্প ও নাগরিক সুবিধার কথা তুলে ধরবে। ফলে বিজেপির বার্তা আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মৌলিক ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। কেবল কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতি যথেষ্ট নয় স্থানীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও সমান জরুরি। রাজনৈতিক পরিবর্তনের বার্তা দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই পরিবর্তনের অর্থ কী-তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। পরিবর্তন মানে কি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নাকি নীতির আমূল বদল? আইনশৃঙ্খলার কঠোরতা, নাকি সামাজিক কল্যাণের নতুন রূপরেখা? এই প্রশ্নগুলির উত্তর স্পষ্ট না হলে শহুরে ভোটাররা দ্বিধায় থাকবেন। আরও একটি দিক হল তরুণ প্রজন্ম। শহরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া যুবকদের আকর্ষণ করতে হলে কর্মসংস্থান, স্টার্ট-আপ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ জোরদার করতে হবে। কেবল আদর্শিক বক্তব্যে তারা প্রভাবিত হয় না তারা বাস্তব সুযোগ খোঁজে। বিজেপি যদি শহুরে আসন বাড়াতে চায়, তবে এই তরুণ ভোটব্যাঙ্কের মনোভাব বোঝা জরুরি। সব মিলিয়ে বিজেপির এই কৌশল রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সমীক্ষার ভিত্তিতে শহরাঞ্চলে সম্ভাবনা দেখেই তারা সংগঠিত প্রচারের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন নির্ধারণ করবে ভোটারের আস্থা। শহুরে মধ্যবিত্তকে কাছে টানতে হলে সংলাপ, নীতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় প্রয়োজন। সেমিনার সেই পথের সূচনা হতে পারে, কিন্তু তা যেন কেবল প্রচারের মঞ্চে সীমাবদ্ধ না থাকে-বরং নীতিগত প্রতিশ্রুতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। বাংলার ভোটরাজনীতি সবসময় চমকপ্রদ। শহুরে মন জয় করার এই কৌশল কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা সময়ই বলবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট-শহরের ভোট আর প্রান্তিক নয় এটি এখন নির্বাচনী সমীকরণের কেন্দ্র। আর সেই কেন্দ্র দখলের লড়াইয়েই বিজেপির এই নতুন পদক্ষেপ। অন্যদিকে, তৃণমূল ও বামপন্থীদের প্রচারও রাজনৈতিক কৌশলের অংশ। প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে আদর্শিকভাবে চিহ্নিত করা যে কোনও নির্বাচনী লড়াইয়ের অঙ্গ। কিন্তু ভোটার শেষ পর্যন্ত নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়। যদি বিজেপি শহুরে সমস্যাগুলিতে গ্রহণযোগ্য বিকল্প রূপরেখা দিতে পারে, তবে প্রচারের প্রভাব কমতে পারে। আর যদি তা না পারে, তবে ন্যারেটিভ আরও শক্তিশালী হবে। অধ্যাপকদের সামিল হওয়ার আহ্বান তাই একদিকে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ, অন্যদিকে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা। এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিজীবী সমাজকে সরাসরি আলোচনায় টানার চেষ্টা। কিন্তু এই আহ্বান কতটা সাড়া পাবে, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক পরিসরের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর। কারণ বুদ্ধিজীবী মহল সাধারণত স্বাধীন অবস্থানকে গুরুত্ব দেয় সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া তাদের কাছে সহজ সিদ্ধান্ত নয়। সব মিলিয়ে, বাংলার রাজনীতিতে এখন ন্যারেটিভের লড়াই তুঙ্গে। বিজেপি বুঝেছে, কেবল সংগঠন বাড়ালেই হবে না ভাবমূর্তির প্রশ্নেও লাাই করতে হবে। শহুরে মধ্যবিত্তের আস্থা অর্জন সেই লাাইয়ের মূল চাবিকাঠি। অধ্যাপকদের আহ্বান সেই প্রচেষ্টারই অংশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যারেটিভ ভাঙবে কথায় নয়, কাজে-নীতিতে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায়। ভোটার সেই বিচারেই চূড়ান্ত রায় দেবেন। বাংলার রাজনীতিতে এখন এক শক্তিশালী অস্ত্র। কেবল সংগঠন বা জনসভা নয়, জনমতের ভিত গড়ে ওঠে ধারাবাহিক প্রচার ও প্রতিপ্রচারের মাধ্যমে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের বরাবরের অভিযোগ-বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। তৃণমূল নেতারা প্রায়ই বিজেপিকে বাঙালি বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। এই অভিযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও আঞ্চলিক গৌরবের প্রশ্নে সংবেদনশীল। ফলে এই ইস্যুগুলি শহুরে মধ্যবিত্তের মনোভাব গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে। পদ্ম শিবিরের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের ধারণা, এই ধারাবাহিক প্রচারের ফলে শহরের একাংশের মধ্যবিত্ত ভোটার বিজেপির প্রতি দূরত্ব তৈরি করেছেন। এমনকি যারা তৃণমূল বিরোধী, তারাও বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে সহজে গ্রহণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ বিরোধিতার রাজনীতি থাকলেও গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি রয়ে গেছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই বিজেপি এখন বদলের পথে হাঁটতে চাইছে। সেই সূত্রেই বাংলার অধ্যাপকদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কৌশল নিছক প্রতীকী নয়। অধ্যাপক সমাজ কেবল শিক্ষাঙ্গনের অংশ নয় তারা মতামত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পরিসরে যে আলোচনা হয়, তা ছাত্রসমাজের মাধ্যমে বৃহত্তর নাগরিক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অধ্যাপকদের সমর্থন বা সহানুভূতি রাজনৈতিক বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পারে। বিজেপি সম্ভবত মনে করছে, বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশকে পাশে পেলে বা 'বিরোধী' তকমা দুর্বল করা সম্ভব। তবে প্রশ্ন হল, ন্যারেটিভ কি এত সহজে বদলায়? একটি ধারণা গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় ধরে, এবং তা ভাঙতে লাগে ধারাবাহিক আস্থা অর্জন।

মানবভিত্তিক এআই, দিল্লি থেকে বার্তা বিশ্বের দরবারে

অনিকেত নস্কর, নয়াদিল্লি

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনটি কেবল প্রযুক্তি-উৎসব ছিল না এটি ছিল ভবিষ্যতের নৈতিক দিকনির্দেশ নিয়ে এক গভীর আলোচনার মঞ্চ। বিশ্বের ৬৫টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সামিট প্রমাণ করেছে যে এআই আর কেবল ল্যাবরেটরির পরীক্ষামূলক বিষয় নয়, এটি আজ বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। এই আন্তর্জাতিক পরিসরেই প্রধানমন্ত্রী ভারতের 'ভিশন' তুলে ধরেছেন-একটি মানবকেঃিদ্রক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প নয়, বরং সহায়ক। এআই নিয়ে বিশ্বজুড়ে উচ্ছ্বাস যেমন আছে, তেমনি রয়েছে উদ্বেগ। অটোমেশন কর্মসংস্থান কেড়ে নেবে কি না, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা কতটা নিশ্চিত, অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত সমাজে বৈষম্য বাড়াবে কি না-এই সব প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এমন এক সময়ে ভারতের প্রস্তাবিত মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মূল বক্তব্য, প্রযুক্তি যেন মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকারকে শক্তিশালী করে মানুষের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন না করে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে 'পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার'-এর মাধ্যমে প্রযুক্তিকে জনকল্যাণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। আধার, ডিজিটাল পেমেন্ট, সরাসরি উপকারভোগী ট্রান্সফার-এসব উদ্যোগ দেখিয়েছে কীভাবে প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির হাতিয়ার হতে পারে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এআই ক্ষেত্রেও মানবিকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-প্রযুক্তি যেন কেবল মুনাফার জন্য নয়, সামাজিক উন্নয়নের জন্য

ব্যবহৃত হয়। মানবভিত্তিক এআই মানে কী? প্রথমত, স্বচ্ছতা। অ্যালগরিদম কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, জবাবদিহি। কোনও ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দায় নির্ধারণ স্পষ্ট হতে হবে। তৃতীয়ত, অন্তর্ভুক্তি। প্রযুক্তির সুফল যেন কেবল শহুরে অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে গ্রামীণ, প্রান্তিক ও ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীও যেন সমানভাবে উপকৃত হয়। চতুর্থত, নৈতিকতা। ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। দিল্লির এই সম্মেলনে যে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ দেখা গেল, তা প্রমাণ করে এআই এখন কূটনীতির অংশ। প্রযুক্তিগত আধিপত্য ভবিষ্যতের শক্তির সমীকরণ নির্ধারণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, চীন-সবাই নিজস্ব এআই কাঠামো গড়ে তুলছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই ভারত নিজেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে-যেখানে উদ্ভাবন থাকবে, আবার নৈতিক দায়বদ্ধতাও থাকবে। তবে চ্যালেঞ্জ কম নয়। এআই গবেষণায় বিপুল বিনিয়োগ, দক্ষ মানবসম্পদ, শক্তিশালী ডেটা অবকাঠামো-এসব ক্ষেত্রেই উন্নতি প্রয়োজন। ভারতীয় স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু বৈশ্বিক মানের গবেষণা ও পেটেন্টের সংখ্যা এখনও সীমিত। মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এআই-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা অনুদান এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভাষাগত বৈচিত্র্য। ভারতের বহু ভাষা ও উপভাষা রয়েছে। এআই মডেল যদি কেবল ইংরেজি-নির্ভর হয়, তবে বিপুল জনগোষ্ঠী বাদ পড়বে। তাই স্থানীয় ভাষায় ডেটা সংগ্রহ, ভাষা-প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে উপযোগী অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা অপরিহার্য। মানবভিত্তিক এআই মানে এই ভাষাগত ন্যায়ও নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এআই-এর সম্ভাবনা অপরিসীম। দূরবর্তী অঞ্চলে রোগ নির্ণয়, ফসলের উৎপাদন পূর্বাভাস, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ-এসব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি বিপ্লব আনতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। চিকিৎসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে এআই সহায়ক হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানব চিকিৎসকের হাতে থাকা উচিত। কৃষকের তথ্য ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। এআই নিয়ে আরেকটি বড় উদ্বেগ হল কর্মসংস্থান। অটোমেশন বহু কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে। মানবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি মানে কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ। প্রযুক্তি যেন চাকরি কেড়ে না নিয়ে নতুন সুযোগ তৈরি করে। এর জন্য শিল্প ও সরকারের যৌথ পরিকল্পনা প্রয়োজন। দিল্লির সম্মেলনে ভারতের বার্তা ছিল স্পষ্ট-এআই যেন 'জন্য এআই' হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমঞ্চে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে, কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকেই একই উদ্বেগ ভাগ করে। তারা চায় প্রযুক্তি যেন তাদের উন্নয়নের সঙ্গী হয়, শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উপকরণ না হয়। তবে নীতি ঘোষণাই শেষ কথা নয় বাস্তবায়নই আসল। ডেটা সুরক্ষা আইন, এআই নীতি কাঠামো, নৈতিক নির্দেশিকা-এসবকে কার্যকর করতে হবে। নাগরিক সমাজ, শিল্প, একাডেমিয়া-সব পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একটি উন্মুক্ত সংলাপের পরিবেশ না থাকলে মানবভিত্তিক এআই কেবল স্লোগান হয়ে থাকবে। ভারতের 'ভিশন' তাই একদিকে নৈতিক অবস্থান, অন্যদিকে কৌশলগত প্রয়াস। এটি দেখাতে চায়, প্রযুক্তি ও মানবিকতা পরস্পরবিরোধী নয় বরং সঠিক নীতির মাধ্যমে তারা একে অপরকে শক্তিশালী করতে পারে। বিশ্ব যখন এআই-নির্ভর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে, তখন দিল্লি থেকে উচ্চারিত এই বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়-প্রযুক্তির কেন্দ্রে মানুষকেই রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত, এআই কেবল কোড ও ডেটার সমষ্টি নয় এটি আমাদের সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন। আমরা যদি ন্যায়, সমতা ও মানবমর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিই, তবে প্রযুক্তিও সেই পথেই এগোবে। দিল্লির সম্মেলন সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। এখন দায়িত্ব আমাদের-এই মানবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দেওয়ার। তবেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সত্যিকারের অর্থে মানবতার সহযাত্রী হয়ে উঠবে।

রাজ্য জুড়ে আলুর রেকর্ড ফলন, রেকর্ড দুশ্চিন্তা

কিংশুক সরকার

এ বছর বাংলার মাঠে যেন আলুর সোনালি ঢেউ। কৃষি দফতরের পূর্বাভাস বলছে, অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে রাজ্যে ১.৭ থেকে ১.৯ কোটি টন আলু উৎপাদন হতে পারে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হয় এই ফসলের, এবং গড়ে বছরে ১.২ কোটি টন আলু উৎপাদিত হয়। সেই তুলনায় এ বছরের সম্ভাব্য উপাদন এক লাফে অনেকটাই বেশি। কৃষি অর্থনীতির সহজ পাঠ বলে, উৎপাদন বাড়া মানে আয় বাড়া। কিন্তু বাস্তবের মাঠে দাঁড়িয়ে চাষিরা যেন উল্টো ছবি দেখছেন-ফসল বেশি মানেই দাম কম, আর দাম কম মানেই লোকসান। হাওড়া ও হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে। সেই সব অঞ্চলের কৃষকেরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে কিলো প্রতি মাত্র ৬ টাকা দরে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। বাজারদরের এই নিম্নগতি তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চাষিদের হিসেব বলছে, এই দরে বিক্রি করলে বিঘা প্রতি ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান গুনতে হচ্ছে। অর্থাৎ, যে ফসলের জন্য সার, বীজ, সেচ, শ্রম-সব মিলিয়ে বিপুল খরচ হয়েছে, সেই ফসলই এখন তাঁদের আর্থিক দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। আলু বাংলার কৃষি অর্থনীতির এক প্রধান স্তম্ভ। বিশেষত হুগলি, বর্ধমান, হাওাা, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় বহু পরিবার এই চাষের উপর নির্ভরশীল। বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি সারা বছরের সঞ্চয়, এমনকি ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেন এই আশায় যে, ভালো ফলন ও ভালো দাম মিললে সংসারের চাকা ঘুরবে। কিন্তু বাজারের বাস্তবতা অনেক সময় সেই আশা ভেঙে দেয়। ফলন যত বাড়ে, সরবরাহ তত বাড়ে আর সরবরাহ বাড়লে দাম পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। এ যেন কৃষকের চিরন্তন দ্বন্দ্ব-ফসল বেশি হলেও হাসি নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বছর আবহাওয়া অনুকূল ছিল, বীজের গুণমান ভালো ছিল, এবং রোগবালাইও তুলনামূলক কম। ফলে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে যদি বাজার সম্প্রসারণ না হয়, তবে অতিরিক্ত সরবরাহ বাজারে চাপ তৈরি করে। রাজ্যের চাহিদা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তার বাইরে বিপুল পরিমাণ আলু বাজারে এলে দাম পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই চাষি ও ব্যবসায়ীদের প্রধান দাবি-ভিনরাজ্য ও বিদেশে রফতানির ব্যবস্থা দ্রুত করা হোক। অতীতে দেখা গেছে, যখন রাজ্যে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে, তখন রফতানির মাধ্যমে কিছুটা চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু রফতানি নির্ভর করে প্রশাসনিক অনুমতি, পরিবহণ ব্যয়, এবং আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের উপর। যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তবে আলু ঠান্ডা ঘরে মজুত করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ ঠান্ডা ঘরে মজুত রাখার খরচও কম নয়। অনেক ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে সেই খরচ বহন করা কঠিন। ফলে তারা বাধ্য হয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করেন। ৬ টাকা কিলো দরে আলু বিক্রি মানে প্রায় উৎপাদন খরচের কাছাকাছি বা তারও নিচে দাম। সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি-সব কিছুর দাম গত কয়েক বছরে বেড়েছে। সেচের জন্য ডিজেল বা বিদ্যুতের খরচও বেড়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এই দাম কার্যত চাষিকে লোকসানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষকেরা বলছেন, বিঘা প্রতি ৭-৮ হাজার টাকা লোকসান হলে তা শুধু অর্থের ক্ষতি নয় তা মানসিক আঘাতও। কারণ এই ফসলের উপর নির্ভর করেই তাঁদের সন্তানের পড়াশোনা, সংসারের খরচ, ঋণ শোধ-সব কিছু। বাজার ব্যবস্থার আর এক জটিল দিক হল মধ্যস্বত্বভোগী ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের ভূমিকা। চাষির কাছ থেকে কম দামে আলু কিনে খুচরো বাজারে অনেক বেশি দামে বিক্রি হওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে খুচরো বাজারেও দাম খুব বেশি নয়, তবু চাষি ও ভোক্তার দামের মধ্যে ফারাক নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই ব্যবস্থার স্বচ্ছতা না থাকলে চাষির ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা কঠিন। রাজ্যের সামনে তাই এখন দ্বৈত চ্যালেঞ্জ। এক দিকে রেকর্ড ফলনের সুযোগকে কাজে লাগানো, অন্য দিকে চাষির স্বার্থ রক্ষা করা। যদি ১.৭ থেকে ১.৯ কোটি টন আলু সত্যিই উৎপাদিত হয়, তবে তা শুধু রাজ্যের চাহিদা মেটাবে না, অতিরিক্ত সরবরাহের সম্ভাবনাও তৈরি করবে। সেই অতিরিক্ত অংশ দ্রুত অন্য রাজ্য বা বিদেশে পাঠানো গেলে দাম স্থিতিশীল রাখা সম্ভব। কিন্তু সিদ্ধান্তে দেরি হলে বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের চাপ দামকে আরও নিচে নামাতে পারে। কৃষি অর্থনীতির একটি মৌলিক শিক্ষা হল-উপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বাজার কাঠামোর উন্নয়ন সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু চাষ বাড়ালেই হবে না, সংরক্ষণ, পরিবহণ, রফতানি ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়নও জরুরি। আলু থেকে চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, স্টার্চ-বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি হয়। যদি রাজ্যে সেই শিল্পের প্রসার ঘটে, তবে অতিরিক্ত আলুর একটি বড় অংশ শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে। তাতে চাষিরা বিকল্প বাজার পাবেন। তবে তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবিলম্বে প্রয়োজন নীতিগত হস্তক্ষেপ। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ, সরকারি ক্রয়, বা রফতানিতে ভর্তুকি-এই সব পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে প্রয়োজন সঠিক তথ্যপ্রবাহ। অনেক সময় গুজব বা আতঙ্কে বাজারে একযোগে বিক্রির চাপ তৈরি হয়, যা দাম আরও নামিয়ে দেয়। প্রশাসন যদি স্পষ্ট রূপরেখা দেয়, তবে সেই আতঙ্ক কমতে পারে। আলুর রেকর্ড ফলন এক অর্থে রাজ্যের কৃষি সক্ষমতার প্রমাণ। অনেক ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে সেই খরচ বহন করা কঠিন। ফলে তারা বাধ্য হয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করেন। ৬ টাকা কিলো দরে আলু বিক্রি মানে প্রায় উৎপাদন খরচের কাছাকাছি বা তারও নিচে দাম। সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি-সব কিছুর দাম গত কয়েক বছরে বেড়েছে। সেচের জন্য ডিজেল বা বিদ্যুতের খরচও বেড়েছে। কিন্তু সেই সাফল্য যদি চাষির মুখে হাসি না ফোটায়, তবে তা পরিসংখ্যানের সাফল্য মাত্র। কৃষক যে দেশের অন্নদাতা, তাঁর পরিশ্রমের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রেকর্ড ফলন যেন রেকর্ড লোকসানের কারণ না হয়, সে দিকেই নজর দিতে হবে এখন। মাঠে যখন আলুর স্তূপ, তখন কৃষকের চোখে যেন অদৃশ্য সিঁদুরে মেঘ। সেই মেঘ কাটাতে প্রয়োজন দ্রুত সিদ্ধান্ত, কার্যকর বাজারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। কারণ কৃষকের ঘরে আলো না জ্বললে কৃষি সাফল্যের উজ্জ্বল পরিসংখ্যানও নিছক অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

প্রান্তিক স্টেশনের কাছে তৃণমূল নেতার দখলে থাকা হোটেল থেকে উদ্ধার তাজা-তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ বোলপুরে তৃণমূল নেতার দখলে থাকা হোটেল থেকে উদ্ধার বোমার পাহাড়। তৃণমূল নেতা ও এক

নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী বাবু দাসের দখলে থাকা হোটেলে রাতভর অভিযান চালালেন দুই থানার ওসি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে অভিযুক্ত বাবুর খোঁজ এখনও অবধি মেলেনি। যদিও, এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জানা যাচ্ছে, বাবু দাসের এই হোটেলটি রয়েছে বোলপুরের প্রান্তিক স্টেশনের কাছে। অভিযোগ, সেই হোটেলেই বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। খবর পেয়ে এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। আটক করা হয় সাতজনকে। তবে শুধু বোমা নয়, এর আগে এই হোটেলে মধুচক্র চালানোর অভিযোগও উঠেছিল। এমনকী, এই বাবু দাসের বিরুদ্ধে মারামারির অভিযোগও রয়েছে। পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''আমরা অভিযান চালাই। দেখি বোমা মজুত রয়েছে। গোটা জায়গা কর্ডন করা হয়েছে। এই বোমাগুলি পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে। ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে। একজন আইও (ইনভেস্টিগেটিং অফিসার) থাকবেন। তাঁর উপস্থিতিতেই পুরো বিষয়টির তদন্ত চলবে। কে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, আরও কারা কারা রয়েছেন সবটাই দেখা হবে।'' বিজেপি মুখপাত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''ওই দখল করা হোটেলটিতে পার্টি অফিস চালাত বলেই জানতাম। এবং প্রান্তিক এলাকায় ওই ভদ্রলোকদের ত্রাসে এলাকার পর্যটক থেকে সাধারণ বাসিন্দা ত্রস্ত হয়ে থাকে। সব সময় তোলাবাজি দখল করা এই সব করে। আজ পুলিশ সাহস দেখিয়েছে। আমার মনে হয় পুলিশ হয়ত জানতো না তাই এই ঘটনা।''

গুজবে রাত জাগছে গ্রাম, সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুরঃ কালো পোশাক পরা অচেনা লোক গ্রামে ঢুকছে, ঘর থেকে দরকারি কাগজপত্র হাতিয়ে নিয়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে যাচ্ছে-এমন গুজবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায়। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। কোথাও চিৎকার, কোথাও শঙ্খধ্বনি, আবার কোথাও লাঠি হাতে রাস্তায় নামছেন মানুষজন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকেও। শুক্রবার রাতে কেশপুর থানার অন্তর্গত মহিষদা গ্রামে এমনই এক ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ গ্রামের পূর্বপল্লী এলাকায় কালো পোশাক পরা লোক ঢুকেছে-এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় চেঁচামেচি। কেউ বলছেন পূর্বপাড়ায় দেখা গেছে, কেউ আবার বলছেনদোলইপাড়ায়। গুজবের জেরে লাঠি হাতে মানুষজন এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় ছুটতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এমন কোনও লোককে সত্যিই কেই চোখে দেখেছেন কি না তা বাসিন্দাদের কাছে জানতে তাইলে গ্রামের কেউকোনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সবটাই মুখে মুখে ছড়ানো কথা, কেউ দেখেননি। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এই ধরনের গুজব প্রতিদিনই ছড়াচ্ছে। কেশপুর থানা এলাকায় নিয়মিত পাঁচটি পুলিশ গাড়ি টহল দিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে মাইক প্রচার চালানো হচ্ছে। মানুষকে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে- গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না, সন্দেহ হলেই মারধর নয়, আগে পুলিশ কে খবর দিন। পুলিশ জানায়, শনিবার কেশপুরের এক গ্রামে এমনও ঘটনা ঘটেছে, যেখানে এক মহিলা দাবি করেন তাঁর ঘরে ঢুকে কেউ কেউ আলমারি খুলে চেন চুরি করে পালিয়ে গেল। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, তাঁর নিজের কোনও চেনই নেই! পাড়ায় শুনে এমন কথা বলেছেন। এই ভাবেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ভয় ছড়াচ্ছে। শুধু কেশপুর নয়, গুড়গুড়িপাল, শালবনি, এমনকি পাশের জেলা ঝাড়গ্রামেও ছড়িয়েছে একই ধরনের গুজব। কোথাও বলা হচ্ছে নথিপত্র চুরি হচ্ছে, কোথাও আবার ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড পুড়িয়ে দেওয়ার কথা রটছে। তবে পুলিশ স্পষ্ট জানাচ্ছে, এগুলোর কোনওটিরই সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানুষের কাছে আবেদন রাখছি গুজব থেকে বিরত থাকুন।

নাইট ডিউটিতে যাওয়ার পথে চোর সন্দেহে ইঞ্জিনিয়রকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ নাইট ডিউটির জন্য যাচ্ছিলেন খড়গপুরে। অভিযোগ, একদল লোক ঘিরে ধরেন ইঞ্জিনিয়রকে। তারপর চোর সন্দেহে চলে বেধড়ক মারধর। মাথায় আঘাত করা হয় তাঁর। পরে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। দীর্ঘ লড়াইয়ের দশদিন লড়াইয়ের পর মৃত্যু সেই ইঞ্জিনিয়রের। ছেলের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী ব্লকের খাজরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গিলাগেড়িয়া এলাকায়। মৃতের নাম সৌম্যদীপ চন্দ (৩৩)। তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়র। জানা যাচ্ছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে খড়গপুরে উদ্দেশ্যে নাইট ডিউটিতে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ, যাওয়ার সময় খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত আনারকলি এলাকায় চোর সন্দেহে আটকে করে চলে বেধড়ক মারধর। সৌম্যদীপ নিজের পরিচয় দিতে চাইলেও শোনা হয়নি তাঁর কথা বলছেন পরিবারের লোকজন। তবে, গণপ্রহারের মারাত্মক আঘাত নিয়ে সৌম্যদীপকে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছিল খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে। তবে শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না থাকায় তাকে দ্রুত ভর্তি করা হয় ভুবনেশ্বরের হাইটেক হাসপাতালে। সেখানেই প্রায় দশদিন আইসিউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন তিনি। অবশেষে শুক্রবার রাত ১০টা বেজে ৩৪ নাগাদ মৃত্যু হয় সৌম্যদীপের। আর শনিবার রাতে তাঁর নিথর দেহ গ্রামের বাড়ি গিলাগেড়িয়াতে পৌঁছোতে কান্নায় ও শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। সৌম্যদীপের কাকু হরেকৃষ্ণ চন্দ বলেন, ''আমরা হাসপাতালে যাই। সেখানে যা অবস্থা দেখি খুবই মর্মান্তিক। ওইখানে ঢোকার পরে যে ভাবে মারা হয়েছে। আমি ভাবতেও পারি না। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।''

PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT
Jaykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING TENDER
The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: 076/PGP/2026, DT: 17/02/2026,** Sl No: 1 to 8, **NIT NO: 077/PGP/2026, DT: 17/02/2026,** Sl No: 1 to 4. Bid submission start date (Online) **17/02/2026 at 7.00 pm** and last date for online Bid submission **up to 25/02/2026 3.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan,**
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT.

ভোট আবহে উত্তরবঙ্গে দলবদলের হিড়িক

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ৫১ পরিবার, ভাঙন শাসক শিবিরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। নির্বাচনের আগে দলবদলের পালা অব্যাহত। আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা এক নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ৫১টি পরিবার। অন্যদিকে, নাগরাকাটায় সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। সেখানে তৃণমূলে ভাঙন ধরিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ১১ জন। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে এই দলবদলকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ চড়তে শুরু করেছে। শনিবার আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা ১ নম্বর ওয়ার্ডের ২২২ নম্বর বুথে কর্মসূচির আয়োজন করেছিল তৃণমূল। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায় ও তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র। তাঁদের উপস্থিতিতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

যোগ দেয় ৫১টি পরিবার। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেয় জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের দাবি, ফালাকাটার বিধায়ক ৫ বছরে কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি। এক নম্বর ওয়ার্ডে কোনও কাজ করেনি। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পে আস্থা রেখেই পরিবারগুলি তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করার ক্ষেত্রে এই যোগদান তৃণমূলের পক্ষে ইতিবাচক বার্তা দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, নাগরাকাটায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ১১ জন। সভায় উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পুনা ভেংরা, জেলা সভাপতি শ্যামল রায় ও দলীয় নেতৃত্ব। ওই ১১ জন সদস্যের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তাঁরা। বিজেপি জেলা নেতৃত্বের দাবি, দুর্নীতির সরকারকে উৎখাত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষরা আর চুপ করে বসে থাকবে না। জেগে উঠছে সবাই । সবাই বুঝতে পারছে এই সরকার আর বেশিদিন নেই। পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য, সমাজের সুরক্ষার জন্য বিজেপি সরকারকে জেতাতে হবে। নির্বাচনের আগে এই যোগদানকে ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি শক্তি বৃদ্ধি পাবে নাগরাকাটা এলাকায়।

সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রী, পায়ের কাছে নাকখত দিচ্ছেন শিক্ষক, দৃশ্য ভাইরাল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাটঃ ক্লাসরুমের মধ্যেই শিক্ষকের কান ধরে উঠবস। এক ছাত্রীর সামনে নাকখত। এরপরই শিক্ষকের গালে সপাটে চড় ছাত্রীর। এমনই একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায়। শহরের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বালুরঘাট হাইস্কুলে এমন ঘটনা ঘটায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি গত জানুয়ারির শেষের দিকে ঘটেছে একাদশ শ্রেণির ক্লাস রুমে। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায় এক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কান ধরে উঠবস করছেন। এবং পরে এক ছাত্রীর সামনে নাকখত দিচ্ছেন। উঠে দাঁড়াতেই ওই ছাত্রী তাকে চড় মারেন। গোটা ঘটনাটি ক্লাসের অন্য পড়ুয়ারা মোবাইলে রেকর্ড করে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অশালীন মেসেজ ও কুপ্রস্তাব দেন স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের ওই শিক্ষক। বিষয়টি ছাত্রীর বাড়িতে এবং সহপাঠীদের জানালে ক্ষোভ ছড়ায়। পরে ক্লাস নিতে এলে পড়ুয়ারা তাঁকে ঘিরে ধরেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শিক্ষক নিজের ভুল স্বীকার করেন বলে দাবি। এরপরই তিনি কান ধরে উঠবস করেন এবং ছাত্রীর সামনে নাকখত দিয়ে ক্ষমা চান। এমনও অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার সময় ওই শিক্ষক ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং ফোনের ওপার থেকে তাকে কী করতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। এই দিকটিও খতিয়ে দেখছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, একসময় এই স্কুলে শুধুমাত্র ছাত্রদেরই পড়াশোনা হতো। প্রায় তিন বছর আগে থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে স্কুলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষামহল ও অভিভাবক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এনিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। এ প্রসঙ্গে বালুরঘাট হাইস্কুল পরিচালন সমিতি ও তৃণমূল নেতা বলেন, ''হেড মাস্টারের সঙ্গে কথা বলেছি। যেহেতু স্কুলে এখন পরীক্ষা চলছে তাই কিছু হয়নি। পরে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে।'' বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষ শ্রীজি সাহা বলেন, ''এখন তো পরীক্ষা চলছে। আমরা অনুসন্ধান করছি। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।''

PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT
Jaykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING TENDER
The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: 081/PGP/2026, DT: 19/02/2026 & NIT NO: 082/PGP/2026, DT: 19/02/2026,** Sl No: 1 to 6 Bid submission start date (Online) **19/02/2026 at 7.00 pm** and last date for online Bid submission **up to 26/02/2026 2.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan,**
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT.

কচি হাতে নেতাজিকে চিঠি লেখার পুরস্কার অনুষ্ঠান

দেবশ্রী মজুমদার, সিউড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ নেতাজিকে বিদ্যালয়ের কিশলয়েরা লিখবে চিঠি। সেখানেই তারা তুলে ধরবে নিজেদের অভিযোগ, অনুযোগ ও আব্দার। সর্ব্বমোট ১৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। সিউড়ীর সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকী সভামঞ্চে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মল্লারপুর টুরকুহাঁসদা লেপচা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অমিত চক্রবর্তী, হেতমপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তপন গোস্বামী, ছড়াকার আশীষ মুখোপাধ্যায়, প্রত্যয় পরিবারের তরফে শিক্ষক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, প্রভাত শিকদার, সুজয় মণ্ডল,তন্ময় বাবু, মৃনাল বাবু, অরিন্দম পাল সহ অন্যান্যরা। এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র ও পুরস্কার। পাশাপাশি, প্রথম থেকে দশম স্থানাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও শংসাপত্র। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতাজি সম্পর্কিত অনেক অজানা কাহিনী সুভাশিত করবে কচি মনে, এমনটাই মনে করে প্রত্যয় গোষ্ঠী। এদিন প্রত্যয়ের লোগো উদ্বোধন হয়। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের পরিধি ও বিস্তার নিয়ে সবিশেষ আলোকপাত করেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সূচনা বন্দেমাতরম এবং সমাপ্তি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে হয়।

দেওয়াল লেখা নিয়ে সিপিএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তপন, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণবঙ্গে যখন সিপিএম ছেড়ে এসে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রতীক-উর রহমান, সেই সময় উত্তরে বাম নেতা কর্মীদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাতের বেলা নির্বাচনী দেওয়াল লেখার সময় সিপিআইএম নেতা কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় সিপিআইএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস সহ মোট তিনজন আহত হয়েছেন। শনিবার মধ্য রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের লস্করহাট এলাকায়। রাতেই আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ সিপিএম-এর। সিপিএম নেতা কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী জয়দেব হেমরম সহ তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, তাঁদের ধরা দেওয়ালে লিখছিল সিপিআইএম নেতারা। এর প্রতিবাদ করলে তাঁরাই তৃণমূলের লোকজনদের গায়ে চুন রঙ ছুড়ে দেয়। এরপরই দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়। তবে তৃণমূলের কেউ মারধর করেনি। প্রয়োজনে তারাও পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে তপন থানার পুলিশ। বস্তুত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তপনের লস্করহাট এলাকায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছিল সিপিএম নেতৃত্বরা। সেই দেওয়াল লিখন করাকে কেন্দ্র করেই তৃণমূলের সঙ্গে তাঁদের বচসা হয়। সিপিএমের অভিযোগ, তাঁদের ধরা দেওয়াল দখল করে তৃণমূল। সেই দেওয়ালে নির্বাচনী প্রচার লিখতে শুরু করেন। তখনই প্রতিবাদ করেন বাম নেতা কর্মীরা। আর তারপরই তাঁদের উপর হামলা করা হয়। হামলা করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সহ তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এদিকে নির্বাচনের আগে শাসকদলের এমন কর্মকাণ্ডকে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। নির্বাচন যত এগিয়ে আসে তৃণমূল ভয় পাচ্ছে এই কারণে এসব কান্ড করছে বলেই বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী দাবি করেছেন। তপনের সিপিএম সম্পাদর দিলীপ বিশ্বাস বলেন, ''দেওয়াল লিখনের সময় আরও অনেক তৃণমূলের নেতারা এসে আমার উপর আক্রমণ করেন। তাঁর প্রচন্ড মেরেছে আমাদের। আইসি-কে বিষয়টা জানাই। ডাক্তার দেখাই।'' জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুভাষ চাকি বলেন, ''এই দেওয়াল আগে তৃণমূলের ছিল। বাড়ির মালিক মৌখিকভাবে দেওয়াল লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলই সেটা দখল করে।''

১৮ মাসের রোপওয়ে প্রকল্প শেষ হলো না একযুগ পরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ কথায় আছে, আঠারো মাসে বছর। দার্জিলিংয়ে একটি রোপওয়ে প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে এই বাগধারাটিই এখন যথার্থ। ২০১৪-তে কার্শিয়াংয়ের গিদ্দা পাহাড় ভিউ পয়েন্ট থেকে রোহিণী লেক পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রোপওয়ে প্রকল্প হাতে নিয়েছিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডিমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। লক্ষ্য ছিল, ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার। কিন্তু তার পরে প্রায় ১২টা বছর কেটে গিয়েছে, অথচ রোপওয়ের দেখা মেলেনি। কার্শিয়াংয়ে বেড়াতে গিয়ে গিদ্দা পাহাড়ে ছবি তোলা মাস্ট। কিংবা পাহাড়ে ওঠার আগে রোহিণী লেকে একবার ঢু না-মারলে ভ্রমণ যেন ইনকমপ্লিট থেকে যায়। পর্যটকদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে, স্থানীয় পর্যটনে জোয়ার আনতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও সুগম করতে ওই প্যাসেঞ্জার রোপওয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করে জিটিএ। এর জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কলকাতার একটি সংস্থাকে প্রকল্পের বরাত দেওয়ার পরে কাজও শুরু হয়। জিটিএ সূত্রে খবর, মোট ১৬টির মধ্যে ১৫টি টাওয়ার বসানো হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা রোপওয়ে কেবলও আনা হয়। বসানো হয় ট্রান্সফর্মার। কিন্তু বিদ্যুত সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে পেরিয়ে যায় ন'বছর। ২০২৩-এ জিটিএ-র তরফে জানানো হয়, কলকাতার ওই সংস্থাকে প্রকল্প থেকে সরানো হয়েছে। কেন? সংস্থাটি জানায়,

তাদের প্রায় ছ'কোটি টাকা বকেয়া। মজুরি বকেয়া শ্রমিকদেরও। এ দিকে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গিয়েছে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এরপরে নতুন সংস্থাকে দিয়ে ওই প্রকল্প শেষ করার কথা জানায় জিটিএ। কিন্তু তার পরেও তিন বছর কেটে গিয়েছে। প্রকল্পটি এখনও আলোর মুখ দেখেনি। এ দিকে বসে যাওয়া টাওয়ার, ট্রান্সফর্মার এবং কেবলে মরচে পড়ে গিয়েছে। রোহিণী কিংবা গিদ্দা পাহাড়ে বেড়াতে গেলেই চোখে পড়বে প্রায় ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে রয়েছে পরিকাঠামো। প্রশ্ন উঠেছে, যে কাজ আঠারো মাসে শেষ করার কথা ছিল, তা আজও শেষ করা গেল না কেন? জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার ব্যাখ্যা, সেই সময়ে পাহাড়ের ক্ষমতায় ছিল বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। প্রকল্প শেষ করার চেয়েও গুরুংরা রাজনৈতিক কাজে বেশি। মনোনিবেশ করেছিলেন। শক্তির কথায়, ''রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে এই প্রকল্পের দিকে খুব একটা নজর দেয়নি মোর্চা। এরপরে ২০১৭-তে পাহাড় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়ে প্রকল্পে। যে সংস্থাকে বরাত দেওয়া দেওয়া হয়েছিল, তারা সেফটি ইস্যু তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই কাজে বিলম্ব হয়। এরপরে কোভিডের কারণেও কাজ বেশ কয়েক বছর থমকে ছিল।'' ২০২৩-এ ওই সংস্থাকে সরিয়ে দেওয়ার পরে অন্য একটি সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয় জিটিএ-র। শক্তি বলেন, ''আলোচনা প্রায় হয়ে গিয়েছে। সংস্থাটি সাইট ভিজিট করে শিগগিরিই ডিপিআর তৈরি করবে।'' তবে পাহাড়ের সমাজকর্মী এবং আইনজীবী বন্দনা রাই-এর প্রশ্ন, দিনের পর দিন ধরে পড়ে থাকা মরচে-ধরা কেবলে কী ভাবে প্রকল্পটি হতে পারে, যেখানে রোপওয়েকে অনেক ভারী লোড বহন করতে হয়? তিনি বলেন, ''অন্য জিনিসপত্রও পুরোনো হয়ে যাওয়ায় সেগুলি আর ব্যবহারযোগ্য নয়। ফলে খরচ অনেকটা বেড়ে যাবে। জনসাধারণের টাকা এ ভাবে নয়ছয় করার মানে কী?'' তাঁর হুঁশিয়ারি, ''এ বার হাইকোর্টে যাব। কাউকে ছাড়া হবে না।'' এ নিয়ে জিটিএ-কে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধী অজয় এডওয়ার্ডের দল ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট। দলের মুখপাত্র রামকৃষ্ণ শর্মা বলেন, ''এই প্রকল্প এত দিনে শেষ না-হওয়ার পিছনে মূল কারণ রাজনৈতিক। অন্য একটি দলের প্রকল্প বর্তমান শাসকদল বিজিপিএম শেষ করবে না বলেই রোপওয়ের জন্য ভাবা হয়নি।'' আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এটি ইস্যু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। খরচ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন শক্তি। তাঁর কথায়, ''ভিত তৈরি আছে। আড়াই-তিন কোটি টাকা আরও লাগতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কেবল এবং কিছু পরিকাঠামো খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেগুলি বদলাতে হবে। পিপিপি মডেলে প্রকল্পটি করার ভাবনা রয়েছে।'' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেছেন, ''দ্রুত সমীক্ষা করে প্রকল্পটি এ বার শেষ করুক জিটিএ। এতে পর্যটন শিল্প অনেক উপকৃত হবে।''

BRAJARAJPUR GRAM PANCHAYAT
Under indpur Block
Mudunia, Gunnath, Bankura, Pin-722121
NOTICE INVITING E-TENDER
NIeT-13/25-26 Memo No-174/ Braja/2026, Date-19/02/2026
Last date of Submission:
28.02.2026 (6p.m)
Tender Id: 2026_ZPHD_1011660
NIeT-14/25-26 Memo No-175/ Braja/2026, Date-19/02/2026
Last date of Submission: 28.02.2026 (6p.m)
Tender Id: 2026_ZPHD_1012054
Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** website.
Sd/- **Pradhan**
Brajarajpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
শঙ্করী বাঙ্গাল মহাশয়া ইংরাজীর ৩০.০৮.২০১৬ তারিখে দিলীপ দাস মহাশয়কে ০০৭৬৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অপিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে বিজয় চৌধুরী মহাশয়কে ০৫১৩১৩৭৬৩/২০২২ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভুমি দপ্তর অপিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-২, হাল দাগ নং-১৭৯৭।

বিজ্ঞপ্তি
সন্ন্যাসী গোলুই মহাশয় ইংরাজীর ২৫.০৪.২০০৬ তারিখে বিপিন গুপ্তা মহাশয়কে ২৫৯ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অপিসে, এই পাওয়ার দলিল বলে মিনা বাগ দীই মহাশয়া ও মহাশয়কে ৫১৬২/২০০৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অপিসে, মিনা বাগ দীং মহাশয়গন আবার ইংরাজীর ০৩.০৮.২০২১ তারিখে সন কুমার দাস মহাশয়কে ৬১৯১ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অপিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে রাজীব নস্কর মহাশয়কে ১২৮৭৯/২০২১ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভুমি দপ্তর অপিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- বাঁইগাছি, জে এল-০১, হাল দাগ নং-৪১৪।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/XIV/129/072/25-26/U.S. (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C.Passages at the slum area of M.B.Road near Pre. No.-S38/1, 44/S etc. in Ward No. 129.** Estimated Cost(including GST & CESS): ₹ **2,98,095.01.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(2) NIT No. : KMC/XIV/129/070/25-26/U.S. (1st Call)
Name of work : **Development of C.C.Passage at the slum area of R.Nagar near Pre. No.- 4/53, 4/54, etc. in Ward No. 129.** Estimated Cost(including GST & CESS): ₹ **1,79,899.65.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(3) NIT No. : KMC/XIV/121/040/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Improvement of bustee concrete passages in the P.C.Sen Colony slum area near Pr. No. P-76, P-78, P-44 & P-48, etc. P.B.Road in Ward No. 121.** Estimated Cost(including GST & CESS): ₹ **4,24,530.65.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion : **15 Days.** (for Sl. No. 1 to 3). Last date of submission of bid: **28.02.2026 (Upto 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **02.03.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).
The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/080/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of surface drain at Ramchandrapur (Slum Area) near Pre. No.-77/4 in Ward No. 142.** Estimated Cost(including GST & CESS): ₹ **3,99,654.66.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/082/25-26/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of C.C.Road at Pramanik Para (Slum Area) near Pre. No.-90/91 in Ward No. 142.** Estimated Cost(including GST & CESS): ₹ **3,99,347.50.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** (for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid : **05.03.2026 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2). The Tender will be opened on : **07.03.2026 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).
CORRIGENDUM
Corrigendum of (1) NIT No.: X/099/139/2025-2026/APAS, (2) NIT No.: X/099/138/2025-2026/APAS, Published in this Newspaper on **13.02.2026** (Key No. 2228/25-26) of **Engineering (Civil) /BR-X Department.**(for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of bid will be read as **24.02.2026 – 1 p.m.** instead of 17.02.2026 – 12 Noon. (for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid will be read as **26.02.2026 - 1 p.m.** instead of 19.02.2026 - 12 Noon. (for Sl. No. 1 & 2). The Bid forms are available on and from **02.02.2026 – 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)
(2299/25-26)

ঝাড়গ্রামে মিলল বিরল হানি বেজার, বনদপ্তরের ট্রাপ ক্যামেরায় উঠে এল নতুন প্রাণী বৈচিত্রের চিত্র

ঝাড়গ্রাম জেলার বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এলাকায় প্রাণীজগতের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছে। সম্প্রতি, ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গলে বনদপ্তরের ট্রাপ ক্যামেরায় এক বিরল প্রাণী-হানি বেজারের ছবি ধরা পড়েছে, যা বনদপ্তরের জন্য অত্যন্ত আনন্দের খবর। এই ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক অর্জন হিসেবে ধরা হচ্ছে, কারণ এটি প্রমাণ করে যে, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ক্রমশ উন্নত হচ্ছে এশিয়ার এই বিশেষ হানি বেজারের ছবিটি প্রথমবারের মতো ঝাড়গ্রামে ধরা পড়েছে বলে বনদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। গত কয়েকদিন আগে, বেলপাহা।রি বাঁশপাহা।রি জঙ্গলে ট্রাপ ক্যামেরায় ভালুকের পাশাপাশি হানি বেজারের ছবি উঠে আসে। এটি রাজ্যের মধ্যে সম্ভবত দ্বিতীয়বার, যখন ঝা।গ্রামে এই বিরল প্রাণীটি দেখা গেল। হানি বেজার একটি ছোট থেকে মাঝারি আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা সাধারণত দক্ষিণ এশিয়ার বনাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকাগুলিতে বসবাস করে। এই প্রাণীটি তার সাহসী, আক্রমণাত্মক স্বভাবের জন্য পরিচিত। হানি বেজারের শরীর শক্তিশালী এবং পা গুলি দৃ।। এর লোম কালচে এবং পিঠের দিকে হালকা ধূসর বা সাদাটে রঙের ছাপ থাকে। এটি একটি সর্বভুক প্রাণী, যা মধু, মৌমাছির লার্ভা, ছোট পাখি, ইঁদুর, সাপ, পোকামাকড়, এবং ফল খেতে পছন্দ করে। হানি বেজার সাধারণত মাটির গর্ত বা পরিত্যক্ত প্রাণীর গর্তে আশ্রয় নেয় এবং একা একা থাকতে পছন্দ করে। তারা বিশেষভাবে মধু এবং মৌমাছির লার্ভা খেতে আগ্রহী, তবে

অন্যান্য প্রাণীও তার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই প্রাণীটি তার দৃঢ় মনোবল এবং প্রতিরক্ষা ক্ষমতার জন্য খ্যাত। বেলপাহাড়ির জঙ্গলঃ এক বিস্ময়কর বাসস্থান- ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গল, পাহাড়, নদী এবং ঝোড়া নিয়ে গঠিত বিশাল এলাকা প্রাণী কুলের জন্য আদর্শ বাসস্থান। গত বছরও, এই অঞ্চলে একটি বাঘিনী-জিনাত-ও সপরিবারে ঘুরে বেড়িয়েছিল, যা বনদপ্তরের ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, গত কয়েকদিনে এই বেলপাহাড়ির ভুলাভেদা জঙ্গলে ভালুকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। এভাবে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে একে একে বিরল এবং বিপন্ন প্রাণীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় জীববৈচিত্র্য বাড়ছে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছে। বিশেষ করে, বনদপ্তরের ট্রাপ ক্যামেরাগুলি এই প্রাণীগুলির অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বনদপ্তরের সম্প্রতি চালানো সমীক্ষা অনুযায়ী, ঝা।গ্রাম জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর, বনদপ্তর ৬০ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ২০ শতাংশ জমিতে উদ্ভিদের উপর সমীক্ষা চালিয়েছিল, যেখানে অনেক বিরল প্রজাতির গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই সমীক্ষায় ৪৯টি বিপন্ন গাছ এবং ৪০টি ক্লাইম্বার গাছ চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর ফলে, এই এলাকায় উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণী বৈচিত্র্যেরও প্রসার ঘটেছে, যা প্রমাণ করে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এখানে ভালো অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া, বনদপ্তর মনে করছে যে, এই এলাকায় মানুষের মধ্যে বনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিকার করার প্রবণতা কমে যাওয়ায় এবং জঙ্গলের খাদ্য ও জল সংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করা হলে, এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য আরও উন্নত হতে পারে। বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার মন্তব্য, বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা বলেন, আমাদের এখানকার জঙ্গলগুলিতে জীববৈচিত্র্য সত্যিই ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদ্ভিদের পাশাপাশি, বন্যপ্রাণীদেরও অবস্থান ভালো রয়েছে। বনকর্মীরা এখানে কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং আমরা আশা করি যে এই অঞ্চলে আরও নতুন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে। গত বছর ভালুকের ছবি ট্রাপ ক্যামেরায় উঠেছিল, আর এবার হানি বেজারের ছবি উঠল। এটি আমাদের জন্য বড় ধরনের সাফল্য। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাক এবং মানুষ যেন বন্যপ্রাণী ও পরিবেশের সঙ্গে সহাবস্থান বজায় রাখে। তখনই আমাদের বন এবং বন্যপ্রাণী আরও সুরক্ষিত থাকবে। সমাপ্তি এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা- ঝাড়গ্রামের বনাঞ্চলে হানি বেজার এবং অন্যান্য বিরল প্রাণীর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফল ভালো হচ্ছে। বনদপ্তরের উদ্যোগ এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে আরও নানা বিরল প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির আগমন ঘটতে পারে। এখন, বনদপ্তর এই উন্নতির দিকে আরও পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী এবং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে। যেহেতু পরিবেশের সুস্থতা এবং জীববৈচিত্র্যের রক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা, তাই এই ধরনের সাফল্যকে ধরে রেখে জঙ্গল এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষিত রাখা আরও জরুরি হয়ে উঠছে।

আফগানিস্তানে সঙ্গীত নিষিদ্ধ

২২ ফেব্রুয়ারিঃ আফগানিস্তানে তালিবান সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর দেশজুড়ে সঙ্গীতচর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পারওয়ান প্রদেশের প্রশাসন বন্দুকধারী তালিবান সদস্যদের উপস্থিতিতে তবলা, ড্রাম, হারমোনিয়াম, গিটার, তুমবক, দাফ এবং আফগান জাতীয় বাদ্যযন্ত্র রুবাবসহ ৫০০টিরও বেশি বাদ্যযন্ত্র জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তালিবানরা এসব বাদ্যযন্ত্রকে অনৈতিক হিসেবে দেখে এবং সঙ্গীতকে হারাম ঘোষণা করেছে। তালিবান সরকার একটি বিশেষ মন্ত্রক খোলার মাধ্যমে চারিত্রিক গুণ ও দোষ প্রতিরোধরে বিচার করছে। এই মন্ত্রকের নির্দেশে সঙ্গীতকে দোষের মধ্যে রাখা হয়েছে। পারওয়ান প্রদেশের পাশাপাশি লাঘমান প্রদেশেও শতাধিক বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে একাই ২১ হাজারের বেশি বাদ্যযন্ত্র নষ্ট করা হয়েছে। তালিবানি শাসকরা মনে করেন, সঙ্গীত নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। সেই কারণেই বিয়ে, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা জনসমাবেশে সঙ্গীত বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষা বন্ধ, মহিলাদের জনসমক্ষে গান গাওয়া নিষিদ্ধ, এবং রেডিও ও টেলিভিশনেও সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে না। একমাত্র অনুমোদিত অনুষ্ঠান হলো ধর্মীয় স্তোত্রের প্রচার। আফগানিস্তান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, শেষ চার বছরে সঙ্গীত তৈরি, পরিবেশন বা শোনার অভিযোগে বহু শিল্পীকে আটক করা হয়েছে। ভয়ের কারণে দেশ ছেড়েছেন অসংখ্য শিল্পী। অনেকে সাবধানে গোপনে সঙ্গীত চর্চা চালিযে যাচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সঙ্গীত অভ্যাস ধ্বংস হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু শিল্পী ও সঙ্গীতচর্চাকে হ্রাস করছে না, বরং আফগানিস্তানের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। রুবাব, তবলা ও হারমোনিয়ামের মতো ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের ধ্বংস দেশীয় সংগীতের জীবন্ত ইতিহাসকে মুছে দিচ্ছে। তালিবান শাসনের এই কঠোর পদক্ষেপে শিল্পীরা বিদেশে আশ্রয় খুঁজছেন। আফগানিস্তানের সঙ্গীতপ্রেমীরা জানাচ্ছেন, তারা ভয় ও অনিশ্চযতার মধ্যে রয়েছেন। কোনো অনুষ্ঠান বা উসবে গান বাজানো বা শোনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কমিউনিটি ও পরিবারগুলোও সঙ্গীত থেকে দূরে থাকতে বাধ্য। শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা বন্ধ হওয়ায় সাংস্কৃতিক চর্চা বিপন্ন। বিশ্ব সম্প্রদায়. এই পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইতিমধ্যেই আফগান শিল্পীদের সুরক্ষা এবং সঙ্গীতচর্চার স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশজুড়ে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আফগান সংস্কৃতিকে জীবন্তভাবে ধ্বংস করছে। সংক্ষিপ্তভাবে, আফগানিস্তানে তালিবানের শাসনের আওতায় সঙ্গীত চর্চা বন্ধ, বাদ্যযন্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়া এবং শিল্পীদের তাড়া-ধাওয়া দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপন্ন করছে। শিল্পীরা বিদেশে আশ্রয় নিলেও দেশের সঙ্গীতপ্রেমীরা এখন নিঃশব্দ ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি আফগান সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে।

খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ডে মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২২ফেব্রুয়ারিঃ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে,উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনেডিমাপুর রেলওয়েস্টেশনকে ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) দ্বারামর্যাদাপূর্ণ ইটরাইটস্টেশন সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে। স্টেশন এফএসএসএআই-এরনির্দেশিকাঅনুসারে যোগ্যতাঅর্জন করেছে এবং ২৪ অক্টোবর ২০২৫ থেকে২৩ অক্টোবর ২০২৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য এইসার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে। এইস্বীকৃতিস্টেশনে ফুডস্টল, ক্যাটারিং ইউনিট এবং ফুড হ্যান্ডলারদের বিস্তৃত অডিটের পরে প্রদান করা হয়েছে, যাতে এটি সুনিশ্চিত করা যায় যে, খাদ্য সুরক্ষামান কঠোরভাবে পালন করা হয়েছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যপ্রস্তুত করা হয়েছে, সুরক্ষিত সংরক্ষণ পদ্ধতি, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে।

পাকিস্তানি তরুণীর চাঞ্চল্যকর মন্তব্যঃ ‘ভারত চাইলে পিওকে সহজেই ছিনিয়ে নিতে পারে’, সেনাবাহিনীকে ট্রোল

ইসলামাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি পাকিস্তানের এক তরুণী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে ওঠে। এই ভিডিওতে তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর ভাষায়, ভারত যদি চায়, তাহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) সহজেই ছিনিয়ে নিতে পারে, এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এখন আর শক্তিশালী নেই। পাকিস্তান যদি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জ।ায়, তাহলে তাদের পরিণতি অত্যন্ত দুর্বল হতে পারে। ভিডিওটির শুরুতে, ওই তরুণী বলেন, পাকিস্তানের হাতে এখন কাশ্মীরের খুব কম অংশই রয়েছে। ভারত চাইলে যেকোনো সময় সেটি পাকিস্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তার এই মন্তব্য সবার নজর কা।ে, কারণ এটি পাকিস্তানের সামরিক শক্তি এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে একটি বাস্তববাদী বিশ্লেষণ প্রদান করে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখন আর আগের মতো শক্তিশালী নেই। আজকাল তারা রাজনীতির সঙ্গে জ।ায়ে প।ছে এবং এর ফলে তাদের সামরিক শক্তির স্বকীয়তা হারিয়েছে। যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে পাক সেনা খুব দ্রুত পর্যদুস্ত হয়ে যাবে। ভিডিওতে তরুণী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রতি একটি বার্তা দেন- আপনারা নিজেদের মূল দায়িত্বে মনোযোগ দিন এবং রাজনীতির জগত থেকে বেরিয়ে আসুন। সেনাবাহিনীর মূল কাজ হলো দেশের সুরক্ষা, রাজনীতি নয়। তিনি মনে করেন, সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ফলে দেশের নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে প।ছে এবং তা পাকিস্তানকে দুর্বল করেছে। তরুণীর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন, যে সেনাবাহিনীর কাজ দেশ রক্ষার এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, কিন্তু এখন সেটি রাজনৈতিক কৌশলে জড়িয়ে পড়েছে, যা পাকিস্তানের সামরিক শক্তির প্রতি একটি সংকট সৃষ্টি করেছে। ভিডিওটির ভাইরাল হওয়া এবং নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া-এই ভিডিওটি প্রকাশের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। কিছু নেটিজেন বলেছেন, তরুণী তার কথা সরাসরি, অবলীলায় এবং সত্যের পক্ষে বলার সাহস দেখিয়েছেন। এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, তিনি অনুভূতিকে সরিয়ে রেখে সত্য তুলে ধরেছেন। সত্যই শক্তিশালী করে। অন্য একজন বলেছেন, সত্য সর্বদাই কষ্টের হয়, এবং এই তরুণী আমাদের সামনে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। এই ভিডিওর মাধ্যমে তরুণী পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে যা বলেছেন, তা একটি বড় ধরনের

আলোচনা শুরু করেছে, বিশেষ করে পাক-ভারত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। টি-২০ বিশ্বকাপের পরিপ্রেক্ষিত-এই ভিডিওটির পেছনে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে গত টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০২১ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছিল, কিন্তু তার পরের বছরের বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানকে একরকম ধুলিসা করে দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয় পাকিস্তানের জন্য একটি বড় মানসিক আঘাত ছিল, এবং তরুণী তার ভিডিওতে এটিকে একটি প্রতীকী বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানের তরুণীর মন্তব্যের মাধ্যমে এই প্রশ্নটি আরও সামনে এসেছে ু ভারত এবং পাকিস্তান কি কখনো প্রকৃত শান্তিতে বসে কথা বলবে? পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সীমান্তের অবস্থা, কাশ্মীরের ভবিষ্যত, এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা। এর মধ্যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, তরুণীর মন্তব্যের পরে অনেকেই ভাবছেন, যদি সেনাবাহিনী রাজনৈতিক প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পারে এবং দেশের শক্তি বা।ানোর দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি বদলাতে পারে। রাজনৈতিক নীতি এবং সামরিক শক্তি ু পাকিস্তানে বিরোধ-পাকিস্তানের জন্য এই আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশটি দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। যেখানে একদিকে পাকিস্তান জনগণের মধ্যে হতাশা বা।ছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা।ছে, এবং তার ফলস্বরূপ সামরিক শক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তা অনেকটাই ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এটি পরিষ্কার যে, তরুণী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা শুধু একটি ব্যক্তিগত মতামত নয়, এটি একটি ব। ধরনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তিনি যে কথা বলেছেন, তা পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কিত এক গভীর সঙ্কেত প্রদান করে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ভবিষ্যত কী হবে, তা সময়ই বলে দেবে, তবে এই ধরনের সরস, সোজাসাপ্টা বক্তব্য আরও বেশি করে জনসাধারণকে ভাবিয়ে তুলবে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে লাভবান ভারত, কত শুল্ক দিতে হবে?

২২ ফেব্রুয়ারীঃমার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায়ে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাবেক প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। এই রায়ের ফলে ভারতের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ জয় এসেছে, কারণ ট্রাম্পের প্রশাসন যা শুল্ক আরোপ করেছিল, তা শীঘ্রই প্রত্যাহৃত হতে পারে, এবং ভারতের জন্য শুল্কের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। তবে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতা ব্যবহার করে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন, যদিও সেই শুল্ক নির্দিষ্ট সময়সীমার পর আর কার্যকর থাকবে না।ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের জন্য একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল। তার প্রশাসন ২০১৮ সালে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, যা মূলত রুশ তেল কেনার শাস্তিস্বরূপ ছিল। এর পরে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বাণিজ্য চুক্তি সই হলেও, পরিস্থিতি পাল্টানোর বদলে শুল্কের হার কিছুটা কমানো হয়েছিল। তবে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, ট্রাম্পের ক্ষমতা ও শুল্ক আরোপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যা ভারতের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। বিগত কয়েক বছরে ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং তার একক সিদ্ধান্তের কারণে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি, বিশেষত রুশ তেল কিনতে ভারতের ওপর চাপানো শুল্ক, দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। যদিও ২০২৩ সালের শুরুতে বাণিজ্য চুক্তির পর ভারত শুল্কের পরিমাণ ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল, তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতের জন্য আরও সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বে ৯ জন বিচারপতির বেঞ্চ ট্রাম্পের শুল্ক নীতির পর্যালোচনা করে। ৬-৩ ভোটে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে, এবং আদালত জানিয়ে দেয়, ট্রাম্পের প্রশাসন যার অধীনে আমদানির উপর যে বিশাল অঙ্কের শুল্ক চাপানো হয়েছিল, তা ছিল বেআইনি। আদালত বলেছে, জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এককভাবে প্রেসিডেঃট শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, এবং কংগ্রেসের সম্মতি ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সাংবিধানিকভাবে সঠিক নয়। এর মাধ্যমে আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতির ভিত্তি ছিল অবৈধ। এই রায় মার্কিন বাণিজ্য নীতিতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে, এবং এর প্রভাব অন্যান্য দেশের সাথেও পবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি বেআইনি সুপ্রিম কোর্টের ছয় বিচারপতির রায়

ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আদালত, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট, শুক্রবার একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি, যা ভারতসহ বিভিন্ন দেশের উপর চাপানো হয়েছিল, তা সংবিধানবিরোধী এবং অবৈধ। এ রায়টি প্রভাব ফেলবে ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে করা বহু অভিযোগে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি এবং তার অধীনে করা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে, যখন তিনি ইঃটারন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইকনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট (ব্রেকগুক) ব্যবহার করে আমদানির ওপর শুল্ক বাড়াতে শুরু করেন। এর আওতায়, তিনি চীন, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশ কিছু দেশের ওপর শুল্ক চাপিয়ে দেন, যা পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে, চীনের সঙ্গে মার্কিন শুল্কযুদ্ধ পরবর্তীতে বৈশ্বিক বাণিজ্যনীতির অঙ্গীকারে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রেসিডেঃট হওয়ার পর, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে স্থানীয় উপাদন ও কর্মসংস্থান বা।ানোর উদ্দেশ্যে শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই নীতির আওতায় একাধিক দেশের ওপর শুল্ক চাপানো হয়েছিল, এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে চীন এবং ভারতের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ট্রাম্পের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এতে মার্কিন শিল্পের উন্নতি হবে, তবে অনেক আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ এবং বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ মনে করতেন, এই নীতির ফলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বিশ্ব বাণিজ্য। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতসহ অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে মার্কিন শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে আইনি ল।াই শুরু হয়েছিল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আসে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্যের বেঞ্চের মধ্যে ছয়জন বিচারপতি ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে রায় দেন। তাঁদের মতে, ইঃটারন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইকনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেঃটের কাছে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর কোনো অধিকার নেই। এই আইনটি শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত, এবং এতে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোনও অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো যায় না। এ রায়ে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, শুল্ক এবং কর সংক্রান্ত ক্ষমতা কেবল কংগ্রেসের হাতে রয়েছে, প্রেসিডেঃটের হাতে নয়। একই মত প্রকাশ করেছেন বিচারপতি নেইল গোরসাচ, এমি কোনি ব্যারেট, সোনিয়া সোটোমায়োর, এলিনা কাগন এবং কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন। উল্লেখযোগ্য হলো, যে দুই বিচারপতিকে এই রায়ের বিরুদ্ধে মত দিতে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন বিচারপতি গোরসাচ এবং বিচারপতি ব্যারেট, যাদের ট্রাম্প নিজেই নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি সংক্রান্ত রায়টি যে আদালতের পক্ষে এসেছে, তাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্যে এককভাবে আইনি সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। শুল্ক এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেসের হাতে থাকতে হবে, এমনটাই বলা হয়েছে রায়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প রায়ের পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান, তিনি এই রায়কে হতাশাজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এটা একটি ভুল সিদ্ধান্ত, কিন্তু এতে আমাদের কাজের কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা এখনও আমাদের পরিকল্পনা এবং শুল্ক নীতি নিয়ে গর্বিত। তিনি আরও বলেন, এই রায় আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং শুল্কের মাধ্যমে আরও অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ তৈরি হবে। ট্রাম্প পরে উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যতে এই শুল্ক নীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি কিছু ক্ষেত্রে ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক পুনরায় চাপানোর নির্দেশও দেন, যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায় তাতে বাধা সৃষ্টি করেছে। এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় যে, যে ছয় বিচারপতি ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন, তাদের মধ্যে দু'জনকে ট্রাম্প নিজেই নিয়োগ করেছিলেন। বিচারপতি গোরসাচ এবং বিচারপতি ব্যারেট, দু'জনেই ট্রাম্পের শাসনামলে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এই রায় একদিকে যেখানে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি ব। জয়, অন্যদিকে এটি মার্কিন গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। বিচারকদের দল স্বাধীনভাবে রায় দিয়েছে, এবং এতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপোষণ দেখা যায়নি। এই রায়ের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিতে একটি ব। পরিবর্তন আসতে পারে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি থেকে সরে আসার কারণে, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাবে। বিশেষ করে, ভারত শুল্ক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে তার পণ্যগুলির মার্কিন বাজারে প্রবেশ সহজ হতে পারে, যা বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে একটি পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়া, এই রায়ের পর সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক শুল্ক নীতি নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হবে। ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ, যা অনেক সময়ই বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য একটি অস্বস্তিকর বিষয় ছিল, সেটি এখন একটি আইনি পর্যায়ে এসেছে। এটি পরিষ্কার যে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতির পরিণতি আমেরিকান আইনি ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে থাকবে। তবে, এর সঙ্গে একসাথে এই রায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ভবিষ্যতে মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Anjana Sarakr (Old Name) W/O–Ranjit Sarkar resident of Vill-Rustamnagar , Po-Nimtala Bazar , Ps-Haringhata , Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Anjana Sarakr to Anjana Sarkar and henceforth I shall be known as Anjana Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/02/2026. My name Anjana Sarkar & Anjana Sarakr both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soma Ghosh (Old Name) D/O–Sunil Ghosh resident of Vill-Patabukla , Po-Natna Pattabuka , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Soma Ghosh to Soma Khatun and henceforth I shall be known as Soma Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025.My name Soma Khatun & Soma Ghosh both are same and one identical person & my date of birth is 12/09/1993

NAME CHANGE

I, MANNAN MANDAL S/o Late SIRAJUDAULA MANDAL residing at Vill.-Banglani, PO.-Bagangram Bazar, P.S. Bongaon, Dist. North 24 Parganas, Pin-712405 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Mannan Mandal instead of Mannan Mondal and my father's actual name Sirajudaula Mandal instead of Sirajuddaula Mandal, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 18/02/2026. MANNAN MANDAL S/o Late SIRAJUDAULA MANDAL and Mannan Mondal S/o Sirajuddaula Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MANMATHA MONDAL S/O Lt. BRINDABAN MONDAL, Residing at Vill-Ranihati, PO-Ranihati, PS-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That Manmatha Mondal S/O Lt. Brindaban Mondal and Manmatha Mondal S/O Brindaban Mondal and Manmatha Mandal S/o Brindaban Mandal and Manmatha Mondal S/O Lt. Binod Mondal and Marmatha Mondal S/o Binod is one and same identical person having no difference vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated on 18/02/2026.

NAME CHANGE

I, Aungar Ali (old name) S/o-Rahim Sk residing at Baichitala, Madhyapara, Baichitala, Daulatabad, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AUNGAR ALI to ANGAR ALI and henceforth I shall be known as ANGAR ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/02/2026. AUNGAR ALI (old name) and ANGAR ALI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sheikh Aminuddin Haider (Old Name) S/o Sheikh Akbaruddin Haider Residing at 15/B, Dr A M O Ghani Road, P.o - Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Aminuddin Haider (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-02-2026. Sheikh Aminuddin Haider (Old Name) and Sk Aminuddin Haider (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mrityunjoy Ghora (Old Name) S/o Sundari Ghora Residing at Vill+P.o - Harishnagar, Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mrityunjay Ghora (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2026. Mrityunjoy Ghora (Old Name) and Mrityunjay Ghora (New Name) both are same and one identical person.

MARRIAGE DECLARATION

I, on behalf of my client Mr. DILIP SARKAR (Aadhaar 571084 220943, Passport- 17087540), S/o Lt Harendra Nath Sarkar & Lt Sankari Sarkar, R/o. 11, Bireshwar Dhole Lane, P.O.- Alambazar, P.S. Baranagar, Kolkata 700035, Dist- 24 Pgs (N), West Bengal, India, notify that my client married with one Bangladeshi national SUPTI HALDER (Passport-A00943952, NID-2377710971), D/o. Lt Kartic Chandra Halder and Pikul Bala Halder, in Dhaka, Bangladesh on 12.02.2025, having Reg. No. C-129 dt 14.02.2025 recorded in the Vol No. 31 Page 29. Since then, they live as husband and wife. Contacts: Brother +919051 712687, Mother-in-law +880171 7095967 Dated: February, 2026.

নাম পরিবর্তন

আমি Sk Abdul Kader and Sekh Abdul Kader (পুরাতন নাম), S/o পিতা মৃত Sk Abdul Sukur, Vill-Hetesole, P.o-Fulberia, থানা-গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর পিন-৭২১১২৭ পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। এলডি , ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা HAJI SEKH ABDUL KADER, (নতুন নাম) পরিচিত হলাম, গত ৩০.১০. ২০২৫ তারিখে (SL NO 9811)এফিডেভিট বলে SK Abdul Kader এবং Sekh Abdul Kader (পুরাতন নাম) এবং HAJI SEKH ABDUL KADER (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি SUBHASIS ROY(Aadhaar card no.xxxx xxxx 8115) পিতা Sri Debashish Chandra Roy, ঠিকানা-36,Rabindra Pally, পোস্টথানা-Khardah, জেলা -North 24 Parganas, Kolkata -700117,W.B, গত ১৯.০২.২৬ তাং প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, এর এফিডেভিটে আমার পিতা DEBASHIS CHANDRA ROY, DEBASHIS ROY,DEBHASIS ROY, DEBASISH ROY, DEBASHIS ROY, DEBASHISH CHANDA ROY ও CHANDAROY DEBASHISH একই ব্যক্তি হলো।

NAME CHANGE

I, SHAIKH ASMA RAFIQUE @ ASMA RAFIQUE SHAIKH @ SHAIKH ASMA RAFIK W/O- SK Jakir, resident of Sadarghat Road, Barabali Danga, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ‘ASMA RAFIQ SHAIKH’ in all purpose vide affidavit No- 925, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/02/2026. That SHAIKH ASMA RAFIQUE, ASMA RAFIQUE SHAIKH, SHAIKH ASMA RAFIK and ASMA RAFIQ SHAIKH all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suchitra Biswas (Old Name) W/O–Surath Haldar residing at Vill & PO-Kedarchandpur , PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Suchitra Biswas to Suchitra Biswas Haldar and henceforth I shall be known as Suchitra Biswas Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/02/2026. My name Suchitra Biswas Haldar & Suchitra Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pintu Biswas (Old Name) S/O–Debendranath Biswas resident of Tilakpur, Mahatpur, Chapra, Nadia, West Bengal, Pin-741164 do hereby declared that I have changed my name from Pintu Biswas to Pintu Kumar Biswas and henceforth I shall be known as Pintu Kumar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/02/2026. My name Pintu Kumar Biswas & Pintu Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sakirul Islam (Old Name) S/O–Hazrat Sk resident of Vill- Nutangram , Po-Talgachi , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Sakirul Islam to Sakirul Sk and henceforth I shall be known as Sakirul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/02/2026. My name Sakirul Sk & Sakirul Islam both are same and one identical person.

জেলার খবর

১৮ মাসের স্বপ্ন, ১২ বছরের অপেক্ষা- কার্শিয়াং রোপওয়ে প্রকল্পে অনিশ্চয়তার মেঘ

নিজস্বংবাদদাতা,ন, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দার্জিলিং পাহাড়ে পর্যটনকে নতুন গতি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যে রোপওয়ে প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, তা আজ এক যুগ পেরিয়েও বাস্তবের মুখ দেখেনি। ২০১৪ সালে কার্শিয়াংয়ের গিদ্দা পাহা। ভিউ পয়েঃ ট থেকে রোহিণী লেক পর্যন্ত প্রায় আ।ই কিলোমিটার দীর্ঘ প্যাসেঞ্জার রোপওয়ে তৈরির উদ্যোগ নেয় জিটিএ। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, মাত্র ১৮ মাসের মধ্যেই শেষ হবে কাজ। কিন্তু ২০২৬ সালেও প্রকল্পটি কার্যত অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।কার্শিয়াং ভ্রমণে গিদ্দা পাহা।ে সূর্যোদয় বা রোহিণী লেকের শান্ত পরিবেশ-এই দুই জায়গাই পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। সেই কথা মাথায় রেখেই স্থানীয় পর্যটনকে চাঙ্গা করা এবং যাতায়াতকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে রোপওয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, পাহা।ি রাস্তার বিকল্প হিসেবে দ্রুত ও নিরাপদ পরিবহণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কলকাতার একটি সংস্থাকে প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক কাজও দ্রুত এগোয়। জিটিএ সূত্রে জানা যায়, মোট ১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ১৫টিই বসানো হয়েছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার কেবল আনা হয়। ট্রান্সফর্মার বসানো হয়। অর্থাৎ, প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যু সংযোগের ব্যবস্থা হয়নি। এর পরেই ধীরে ধীরে থমকে যায় প্রকল্প। সময়ের স্রোতে কেটে যায় প্রায় ন' বছর। ২০২৩ সালে জিটিএ ঘোষণা করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে প্রকল্প থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার দাবি ছিল, প্রায় ছয় কোটি টাকা তাদের বকেয়া রয়েছে। শ্রমিকদের মজুরিও বাকি। উপরন্তু নির্মাণসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তারা কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তার পর নতুন সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কথা জানানো হলেও, তিন বছর কেটে গিয়েও বাস্তবে তেমন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমানে গিদ্দা পাহা। ও রোহিণী লেক এলাকায় গেলে দেখা যায়, বসানো টাওয়ারে মরচে ধরেছে। কেবল ও অন্যান্য পরিকাঠামোও অযত্নে পড়ে রয়েছে। বহু পর্যটকই বিস্মিত হন-যে প্রকল্প এত বড় স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল, তা কেন এভাবে অচল হয়ে রয়েছে? জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বিলম্বের জন্য অতীতের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় পাহাড়ে ক্ষমতায় ছিল Gorkha Janmukti Morcha। সে সময়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপড়েন চলছিল। ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। ২০১৭ সালের পাহা। আঃেদালনের জেরে প্রশাসনিক কাজকর্ম দীর্ঘদিন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তার প্রভাব পড়ে রোপওয়ে প্রকল্পেও। পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথাও তোলে। কোভিড মহামারির সময় কয়েক বছর কাজ একেবারেই বন্ধ থাকে। ২০২৩ সালে পুরনো সংস্থাকে সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। সংস্থাটি সাইট পরিদর্শন করে নতুন ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি করবে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, এতদিন পড়ে থাকার ফলে কেবল ও কিছু পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি বদলাতে হবে। অতিরিক্ত আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা খরচ হতে পারে। প্রকল্পটি পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে সম্পন্ন করার কথাও ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সমালোচকদের প্রশ্ন, এতদিন অবহেলায় পড়ে থাকা কেবল ও টাওয়ার কি আদৌ নিরাপদভাবে ব্যবহার করা সম্ভব? পাহাড়ের সমাজকর্মী ও আইনজীবী বন্দনা রাইয়ের মতে, রোপওয়ে ব্যবস্থায় ভারী লোড বহন করতে হয়। মরচে ধরা কেবল বা পুরনো সরঞ্জাম ব্যবহার করা হলে তা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, জনসাধারণের টাকার অপচয় হয়েছে। এখন নতুন করে সব বদলাতে গেলে খরচ আরও বা।বে। তিনি এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী অজয় এডওয়ার্ডের দল Indian Gorkha Janshakti Front অভিযোগ তুলেছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই প্রকল্পটি শেষ হয়নি। দলের মুখপাত্র রামকৃষ্ণ শর্মার বক্তব্য, অন্য দলের আমলে শুরু হওয়া প্রকল্প বর্তমান শাসকদল শেষ করতে চায়নি বলেই এত দেরি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিষয়টি বড় ইস্যু করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিরা দ্রুত সমাধান চান। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, রোপওয়ে চালু হলে কার্শিয়াং ও আশপাশের এলাকায় পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। এতে স্থানীয় ব্যবসা, হোমস্টে, হোটেল ও পরিবহণ পরিষেবা লাভবান হবে। তাঁর দাবি, অবিলম্বে সমীক্ষা করে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করা হোক। আজকের দিনে পাহাড়ি পর্যটনে অবকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। সিকিম, উত্তরাখণ্ড বা হিমাচলে যেখানে রোপওয়ে পর্যটনের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে, সেখানে দার্জিলিংয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্রে এমন একটি প্রকল্পের অনিশ্চয়তা হতাশাজনক। গিদ্দা পাহাড় থেকে রোহিণী লেক পর্যন্ত আকাশপথে যাত্রা পর্যটকদের কাছে নিঃসংেদহে অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারত। ১৮ মাসের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা আজ এক যুগ পেরিয়ে প্রশ্নের মুখে। এখন দেখার, নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে জিটিএ আদৌ এই বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে পারে কি না। পাহাড়বাসী ও পর্যটন শিল্প-উভয়েরই চোখ এখন সেই দিকেই।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদ সফিউর রহমানের কোন্নগরের বাড়ির জীর্ণ দশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর,২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ির দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা। ছাদের ইট পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। বাগানে ডালপালা বিস্তার করেছে বাঁশঝাড়। জিটি রোড ধরে হুগলির কোন্নগর থেকে উত্তরপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একটা পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ি। বাইরে ভগ্ন ইটের প্রাচীর। পাশেই রয়েছে দু'টি পুকুর। তাতে আগাছা জন্মেছে। অথচ, এই বাড়িটি এক সময় মানুষের ভিড়ে গমগম করত। ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ভাষা আঃেদালনের অমর শহিদ সফিউর রহমান। সেই ঐতিহাসিক বাড়ি অবহেলা ও অনাদরে এখন ধ্বংস হতে বসেছে। ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন, কোন্নগরের এই বাড়িতেই যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন সফিউর রহমান। তাঁদের পূর্বপুরুষরা মোগল দরবারে হেকিমের কাজ করতেন। তারই পুরস্কার হিসেবে মোগলরা পরিবারটিকে ২০৯৮ বিঘা জমি দান করেছিল। সেই সূত্রে সফিউরের পূর্বপুরুষ হেকিম আশাদুর রহমান পরিবার নিয়ে কোন্নগরে বসবাস শুরু করেন। বা।রি নাম রাখা হয়, ' সাহেবের বাড়ি।' ১৯৩৬ সালে কোন্নগর হাইস্কুল থেকে পাশ করার পরে সফিউর কলকাতার প্রেসিডেন্সি এবং পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সফিউর ছিলেন বড়। শান্ত স্বভাবের সফিউরকে অনেকে ' বলে ডাকতেন। বাবা মহবুবা রহমান ছিলেন আদালতের জুরি। দেশভাগের সময় পরিবারের সঙ্গে তিনি চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ)। পরবর্তীকালে তিনি ভাষা আঃেদালনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন সফিউর। পরিবারের লোকেদের আক্ষেপ, প্রতি বছর

ভাষা দিবসে কোন্নগর শহরে সফিউরকে শ্রদ্ধা জানানো হলেও, তাঁর জন্মভিটে রক্ষার ব্যাপারে কেউ এখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। সফিউরের খুড়তুতো ভাই আহাসানুর রহমান বলেন, ' ঝামেলা থাকলেও আমরা ভাষা শহিদের জন্মভিটেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছি। বাড়ি দখলের জন্য প্রোমোটার চক্র অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি সরকারি অনুদান পাই, তা হলে বাড়িটা সংস্কার করে রক্ষণাবেক্ষণ করব। বাড়িটা আমরা কোনও ভাবেই বিক্রি করব না।' তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে কোন্নগর হাইস্কুলের সামনে জিটি রোডের উপরে একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে কয়েক বছর আগে। কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, ' শহিদের বাড়ি নিয়ে শরিকি দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবুও, ওঁরা যদি আমাদের কাছে বাড়ি সংস্কারের আবেদন করেন, তা হলে পুরসভা সেটা বিবেচনা করবে।' ইতিহাসবিদ অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, ' সঙ্গে এই রাজ্যের না।রি যোগ রয়েছে। এখন আরও বেশি করে সময় এসেছে সফিউর রহমানকে নতুন করে স্মরণ করার। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর ল।াই, তাঁর অবদানের কথা ছ।ায়ে দেওয়ার। আমি গর্বিত, এমন একজন মানুষ আমাদের রাজ্যে ছিলেন। আমি চাই, বাড়িটি অধিগ্রহণ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুক সরকার।'

অশালীনতার অভিযোগে তোলপাড় বালুরঘাট হাই স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট,২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বালুরঘাট হাই স্কুল-এ একাদশ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে ঘটে যাওয়া এক ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশালীন বার্তা ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে ক্লাসের মধ্যেই কান ধরে ওঠবস করানো এবং এক ছাত্রীর সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনাটির একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও সেগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গত জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে একাদশ শ্রেণির একটি ক্লাসরুমে ঘটে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ইংরেজি বিষয়ের ওই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের মধ্যে কান ধরে ওঠবস করছেন। পরে তিনি এক ছাত্রীর সামনে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেন। উঠে দাঁড়াতেই ওই ছাত্রী তাঁকে সপাটে চড় মারেন বলে ভিডিওতে দেখা যায়। উপস্থিত অন্যান্য পড়ুয়ারা গোটা ঘটনাটি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীর মোবাইলে শিক্ষক অশালীন বার্তা পাঠান এবং কুপ্রস্তাব দেন। ছাত্রী বিষয়টি পরিবার ও সহপাঠীদের জানালে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরে শিক্ষক ক্লাস নিতে এলে কয়েকজন পড়ুয়া তাঁকে ঘিরে ধরেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীদের চাপে শিক্ষক নিজের ভুল স্বীকার করেন বলে দাবি করা হয়েছে। এরপরই তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একসময় শুধুমাত্র ছাত্রদেরই পড়াশোনা হতো। প্রায় তিন বছর আগে থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। ফলে সহশিক্ষা চালু হওয়ার পর স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। অভিভাবক মহল এবং শিক্ষা মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, নজরদারি এবং অভিযোগ জানানো সংক্রান্ত কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৃজিত সাহা জানান, সম্প্রতি বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। বর্তমানে একাদশ ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় পরিস্থিতি সংবেদনশীল। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে, জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত জানান, তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবু বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার সত্যতা, অভিযোগের ভিত্তি এবং ভাইরাল ভিডিওর প্রেক্ষাপট-সব মিলিয়ে এখন তদন্তের দিকেই তাকিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন ও অভিভাবক মহল।

ঈদের আগেই কফিন বন্দি হয়ে বাড়ি ফিরলেন ভারতীয় সেনার জওয়ান মনিরুল

মিঠুন হালদার, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু কাশ্মীরের ডোডা জেলার পাহা।ি অঞ্চলে শুষ্ক ,কঠোর ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল মনিরুল ইসলাম (৩৫) নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ানের। মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার কাতলামারী-ডিহিরমাঠ এলাকার বাসিঃদা মনিরুলের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রাম জুড়ে। রবিবার সকালে রানীনগরের শেখপাড়ায় মনিরুলের নবনির্মিত বাড়িতে তাঁর দেহ শেষবারের মতো এসে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা এলাকা। মনিরুলকে বীরের সম্মান দিয়ে বিদায় জানায় গোটা গ্রাম। কাতলামারীর পাঠানপা।া গ্রামে সমাহিত করা হচ্ছে মনিরুলকে। গত প্রায় তিন বছর ধরে কাশ্মীরের ডোডা জেলার 'এইচপিজি পোস্টে' কর্মরত ছিলেন মনিরুল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, 'মাহার রেজিমেন্টের' ২২ তম ব্যাটেলিয়নের ইনফেন্ট্রি ডিভিশনে হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন মুর্শিদাবাদের মনিরুল। মৃত মনিরুলের দাদা বদর শেখ বলেন, আমার ভাই গত প্রায় তিন বছর ধরে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বীরের সঙ্গে দেশ রক্ষার কাজ করে এসেছে। গত শুক্রবার ডিউটি করার

সময় হঠাৎ করেই ভাই মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এরপর তাঁকে সেনাবাহিনীর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে রবিবার সকালে মনিরুলের দেহ মুর্শিদাবাদে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রুহুল আমিন নামে মৃতের এক প্রতিবেশী বলেন, কাতলামারী হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার পর পরিবারের আর্থিক হাল ধরতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল মনিরুল। দেশের বিভিন্ন এলাকায় গত প্রায় ১৫ বছর ধরে মনিরুলের পোস্টিং ছিল। আমরা শুনেছি জম্মু-কাশ্মীরের কোনও একটি জায়গায় ডিউটি করার সময় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের হাসিখুশি যুবক মনিরুলের মৃত্যুতে আমরা সকলে শোকাহত। মনিরুলের পরিবারের এক সদস্য জানান, বাড়িতে স্ত্রী ফিরোজা খাতুন বিবি ছাড়া ও তাঁর তিন নাবালক পুত্র সন্তান রয়েছে। রানীনগর থানার কাতলামারী-ডিহিরমাঠ এলাকায় মনিরুলের আদি বাড়ি থাকলেও সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ির কাছে শেখপাড়াতে নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি। ইচ্ছা ছিল চাকরি থেকে অবসরের পর সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকবেন। গত প্রায় ৫ মাস আগে শেষবার বাড়িতে এসেছিলেন মনিরুল। আর কিছুদিন পরেই খুশির ঈদ। সেই সময় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা ছিল মনিরুলের। কিন্তু তার আগেই কফিন বঃিদ হয়ে বা।িতে এলেন মনিরুল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জানান, লাদাখ , ডোডা-র মতো অত্যন্ত উঁচু পার্বত্য এলাকায় কর্তব্যরত সেনাদের জন্য চরম ঠান্ডা, অক্সিজেনের অভাব এবং শারীরিক চাপ একটি স্বাভাবিক ঝুঁকি। সেখানে হৃদরোগের মতো ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ডিউটি করার সময় মনিরুল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা, মামলা তুলতে চাপ ও যুবককে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা,২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদা জেলার চাঁচল মহকুমায় এক নার্সিংহোমকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল। ভুল চিকিসার অভিযোগ দায়ের করায় এক প্রসূতির স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবক বর্তমানে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল-এ চিকিৎসাধীন। অভিযোগের কেঃদ্রবিঃদুতে রয়েছে চাঁচলের রতুয়া থানার অন্তর্গত সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহারাতলা এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোম। আক্রান্ত যুবকের নাম আব্দুর রহিম। তাঁর শ্বশুর মুর্শেদুল আলম নার্সিংহোমের মালিক মহম্মদ আনারুল ইসলাম-সহ মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন এক চিকিৎসক, দুই ম্যানেজার এবং এক কর্মী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বরে অন্ত ঃসত্ত্বা রেশমিরা খাতুনকে সামসির ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু প্রসবের পর থেকেই তাঁর

শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরিবারের দাবি, চিকিসায় গাফিলতির জেরেই পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। পরে তাঁকে প্রথমে মালদা মেডিক্যাল কলেজে এবং পরবর্তীতে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিসকরা জানান, তরুণীর দুটি কিডনিই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনার পর নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে আইনি ল।াই শুরু করেন আব্দুর রহিম। আদালতের নির্দেশে নার্সিংহোমের মালিক-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিযোগ, এরপর থেকেই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য রহিম ও তাঁর পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সম্প্রতি নার্সিংহোমের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে বলেও দাবি পরিবারের। শুক্রবার রাতে রহিমকে একা পেয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, তাঁকে মারধর করা হয় এবং মাথায় বঃদুক ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। আহতের শ্বশুর মুর্শেদুল আলম বলেন, ওরা মামলা তোলাতে উঠে পড়ে লেগেছে। বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গিয়েছে। আমার জামাইকে বন্দুক ঠেকিয়ে মারধর করেছে। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নার্সিংহোমের মালিক মহম্মদ আনারুল ইসলাম। তাঁর দাবি, এটি সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা। আমাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়েছিল। আমরা টাকা দিতে অস্বীকার করায় আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। ভুল চিকিৎসা, আইনি ল।াই এবং তার জেরে হামলার অভিযোগ-সব মিলিয়ে গোটা ঘটনাটি নতুন করে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার জবাবদিহি ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বারাণসী হয়ে উঠছে রেল ইঞ্জিন রপ্তানির নতুন কেন্দ্র 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র সাফল্য

ভারতের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পে আরও এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল Banaras Locomotive Works (বিএলডব্লিউ)। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ৩৩০০ অশ্বশক্তির এসি-এসি ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের দশম ইউনিটটি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সফলভাবে মোজাম্বিকের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। মোজাম্বিকের জন্য মোট ১০টি ৩৩০০ এইচপি লোকোমোটিভ সরবরাহের রপ্তানি অর্ডার পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই লোকোমোটিভগুলি রপ্তানি করা হয়েছে RITES Limited-এর মাধ্যমে, যারা ১০টি ইঞ্জিন নির্মাণ ও রপ্তানির চুক্তি সম্পাদন করে। ২০২৫ সালের জুন মাসে প্রথম দুটি লোকোমোটিভ পাঠানো হয়। এরপর তৃতীয়টি সেপ্টেম্বর, চতুর্থটি অক্টোবর এবং পঞ্চমটি ১২ ডিসেম্বর ২০২৫-এ রওনা দেয়। ১৫ ডিসেম্বর পাঠানো হয় ষষ্ঠ ইউনিট। ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি সপ্তম, ২৩ জানুয়ারি অষ্টম, ১৭ ফেব্রুয়ারি নবম এবং অবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি দশম লোকোমোটিভটি মোজাম্বিকের উদ্দেশে পাঠানো হয়। ধারাবাহিক এই রপ্তানি প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক মানের লোকোমোটিভ নির্মাণে ভারতের সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএলডব্লিউ-তে নির্মিত এই অত্যাধুনিক ৩৩০০ অশ্বশক্তির কেপ গেজ (১০৬৭ মিমি) লোকোমোটিভগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে তৈরি এই ইঞ্জিনগুলিতে রয়েছে চালকবান্ধব একাধিক আধুনিক সুবিধা। কেবিনে সংযোজিত হয়েছে রেফ্রিজারেটর, হট প্লেট, মোবাইল হোল্ডার এবং আধুনিক নকশার আরামদায়ক কন্ট্রোল কেবিন। ফলে চালকের কর্মপরিবেশ যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনই অপারেশনাল দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বারাণসীতে অবস্থিত বিএলডব্লিউ, যা ক্রএক্টহ্বচ ঞ্জ্বটড-ত্বঞ্জত্রঁ-এর একটি প্রধান উপাদন ইউনিট, বর্তমানে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। দেশীয় নকশা, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদের সমন্বয়ে বিএলডব্লিউ এখন আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে। ২০১৪ সালের পর থেকে বিএলডব্লিউ শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার এবং মোজাম্বিকের মতো একাধিক দেশে লোকোমোটিভ রপ্তানি করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রেল অবকাঠামো উন্নয়নে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই রপ্তানি কার্যক্রম কেবল বাণিজ্যিক সাফল্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ভারতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াচ্ছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং ' ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতীয় রেল এখন বিভিন্ন গেজ ব্যবস্থার উপযোগী রোলিং স্টক নকশা ও নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের গেজ ব্যবহার করা হয়। সেই চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তিগত অভিযোজন ঘটিয়ে ভারতীয় রেল যে মানসম্মত ও প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম, মোজাম্বিক রপ্তানি তারই প্রমাণ। এই সাফল্য ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার প্রতীক। দেশীয়ভাবে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের ইঞ্জিন নির্মাণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা রপ্তানি করা-দুই ক্ষেত্রেই বিএলডব্লিউ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে বারাণসী ক্রমশই একটি বৈশ্বিক রেল ইঞ্জিন রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। রেল অবকাঠামো উন্নয়নে অংশীদার দেশগুলিকে সহায়তা করার পাশাপাশি ভারত নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করছে এক নির্ভরযোগ্য রোলিং স্টক রপ্তানিকারক হিসেবে।

'শত্রু' থেকে 'বন্ধু' কুনকি হাতির স্পর্শে ভাঙল ভয়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের জন্য অভিনব প্রকৃতি পাঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ন,২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্স চা-বাগান ঘেরা ডুয়ার্সে হাতি মানেই আতঙ্ক। গভীর রাতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া, ফসল নষ্ট করা, কখনও বা কাঁচা বাড়ি ভেঙে দেওয়ার খবর এখানকার মানুষের কাছে নতুন নয়। ছোটবেলা থেকেই বড়দের মুখে হাতির হানার গল্প শুনে বড় হয়েছে বনবস্তির বহু শিশু। বিশেষ করে দৃষ্টিহীন বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের কাছে হাতি এক অদেখা কিন্তু ভয়ের প্রতীক। সেই ভয়ই এ বার স্পর্শের মাধ্যমে বদলে গেল ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সম্পর্কে। ডুয়ার্সের ধূপঝোড়ার পিলখানায় আয়োজিত এক অভিনব প্রকৃতি পাঠ শিবিরে এমনই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল বনবস্তির বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পড়ুয়ারা। ন্যাফ (ন্যাচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ফাউন্ডেশন)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের দ্বিতীয় দিনে কুনকি হাতিদের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সুযোগ পায় তারা। যে প্রাণীকে এতদিন শুধুই ' হিসেবে জেনেছে, তাকে ছুঁয়ে, তার গায়ের গন্ধ অনুভব করে, তার শ্বাসের উষ্ণতা টের পেয়ে বদলে গেল তাদের ধারণা। ডুয়ার্সের চা বলয়ে হাতির হানা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জঙ্গল সঙ্কুচিত হওয়া, খাদ্যের অভাব এবং মানুষের বসতি ক্রমশ জঙ্গলের দিকে বিস্তৃত হওয়ায় মানুষ-হাতি সংঘাত এখানে বড় সমস্যা। হাতি দেখতে না পেলেও, তার উপস্থিতির আতঙ্কে বড় হয়েছে বহু শিশু। গয়েরকাটা চা বাগানের শিবনাথ লাক।া, শর্মিলা বাড়া, নাগরাকাটার বিকাশ ওরাওঁ, গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের সায়না মাহালি-সকলেরই অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। বাড়ির পাশে হাতির পায়ের শব্দ, বাঁশ ভাঙার আওয়াজ, লোকজনের চিৎকার-এসবই তাদের মনে হাতিকে ভয়ঙ্কর প্রাণী হিসেবে গেঁথে দিয়েছে। কিন্তু ধূপঝোড়ার পিলখানায় এসে সেই ভয় যেন ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত ছিল দুই কুনকি হাতি-জেনি ও মাধুরি। কুনকি হাতি সাধারণত প্রশিক্ষিত হয় বনদপ্তরের কাজে, বিশেষ করে বুনো হাতি নিয়ন্ত্রণ বা উদ্ধার অভিযানে। প্রশিক্ষিত ও শান্ত স্বভাবের হওয়ায় এই দুই হাতির সঙ্গেই পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হয়।

প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও পরে হাতির শুঁড়ে হাত রাখে পড়ুয়ারা। কেউ শুঁড়ের নড়াচড়া অনুভব করে চমকে ওঠে, কেউ আবার হাতির চামড়ার খসখসে স্পর্শে বিস্মিত হয়। দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা হাতির কান, দাঁত, শুঁড় ও পায়ের গঠন স্পর্শ করে প্রাণীটিকে চিনতে শেখে। তাদের জন্য এ ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা-দৃষ্টির বদলে স্পর্শ ও ঘ্রাণের মাধ্যমে এক বিশাল প্রাণীকে জানার সুযোগ।

শিবনাথ লাকড়া জানায়, বাড়ির কাছে মাঝেমধ্যে হাতি এলে আমরা খুব ভয় পাই। মনে হয় এই বুঝি বাড়ি ভেঙে দেবে। কিন্তু আজ এত কাছ থেকে হাতিকে ছুঁয়ে বুঝলাম, ওরা আমাদের মতোই প্রাণী। ভয়টা অনেকটাই কেটে গিয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দেশের একমাত্র মহিলা মাহুত ও বিশিষ্ট হস্তী বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। তিনি পড়ুয়াদের হাতির জীবনচক্র, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচরণ এবং মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে সহজ ভাষায় বোঝান। গল্পের ছলে তিনি জানান, হাতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। অকারণে তারা আক্রমণ করে না বরং নিজেদের নিরাপত্তা ও খাদ্যের সন্ধানেই লোকালয়ে ঢোকে। পার্বতী বড়ুয়া বলেন, আগামী দিনে মানুষ ও হাতির সহাবস্থানই সংঘাত কমাতে পারে। জঙ্গল ও খাদ্যভূমি রক্ষা করা জরুরি। হাতিকে বুঝতে পারলে ভয় অনেকটাই কেটে যায়। তাঁর কথায় পড়ুয়ারা শুধু হাতির সম্পর্কে নতুন তথ্যই জানল না, বরং প্রাণীটির প্রতি সহমর্মিতাও গড়ে উঠল। ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, হাতি নিয়ে সমাজে নানা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে হাতিকে শুধুই আক্রমণাত্মক প্রাণী হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল সেই নেতিবাচক ধারণা বদলানো। স্পর্শ, শ্রবণ ও ঘ্রাণের মাধ্যমে হাতির সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করাই ছিল মূল লক্ষ্য। শিবিরে গাছবাড়ির পরিবেশে আয়োজন করা হয় বিশেষ পাঠের। হাতির দাঁতের গঠন, শুঁড়ের ব্যবহার, খাদ্যগ্রহণের পদ্ধতি-সবই হাতে-কলমে শেখানো হয়। মাহুতদের কাছ থেকে জানা যায়, হাতি কীভাবে আদর বোঝে, কীভাবে নির্দেশ মেনে চলে, এবং কীভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পড়ুয়ারা হাতিকে ফল খাওয়ায়, তার শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়, আর সেই মুহূর্তে যেন বহুদিনের জমে থাকা আতঙ্ক মিলিয়ে যায়। এই উদ্যোগ শুধু একটি শিবির নয়, বরং মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের এক নতুন দৃষ্টান্ত। ডুয়ার্সের মতো সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে এমন সচেতনতা কর্মসূচি ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদরা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের জন্য এ ধরনের স্পর্শভিত্তিক শিক্ষা তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়।

স্বপ্নের ফাইনাল নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক দ্রাবিড়

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ টি-২০ বিশ্বকাপ মানেই আবেগ, প্রত্যাশা আর তর্কের ঝড়। কে উঠবে ফাইনালে, কার হাতে উঠবে ট্রফি- এই নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকে ক্রিকেটমহলে। সেই আবহেই নিজের স্বপ্নের ফাইনাল নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ক্রিকেট-দর্শনের জন্য পরিচিত এই শান্ত স্বভাবের মানুষটি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর কল্পনার ফাইনাল কাদের মধ্যে দেখতে চান। দ্রাবিড়ের মতে, টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল এমন দুই দলের মধ্যে হওয়া উচিত, যারা শুধু শক্তির দিক থেকে নয়, ধারাবাহিকতা ও কৌশলগত পরিপক্বতার দিক থেকেও এগিয়ে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন এমন দুই শক্তিশালী ক্রিকেট সংস্কৃতির দিকে, যারা গত এক দশকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যদিও সরাসরি কোনও দলকে পক্ষপাত করেননি, তবু তাঁর কথার ভাঁজে স্পষ্ট-ভারতকে তিনি সেই মঞ্চে দেখতে চান। ভারতীয় দলের প্রসঙ্গে দ্রাবিড় বলেন, টি-২০ ক্রিকেটে এখন আর শুধুমাত্র বড় শট বা আক্রমণাত্মক মানসিকতাই সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। প্রয়োজন সঠিক ভারসাম্য। পাওয়ারপ্লেতে দ্রুত রান তোলা যেমন জরুরি, তেমনই মাঝের ওভারগুলোতে উইকেট না হারিয়ে ম্যাচ গড়ার দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ভারতের বর্তমান দল সেই ভারসাম্য অর্জন করেছে। তরুণ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের মিশেলে তৈরি হয়েছে এক নতুন রসায়ন। দ্রাবিড় আরও বলেন, বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা। সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছনো কঠিন, কিন্তু ফাইনালে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরাই আসল চ্যালেঞ্জ। অতীতে বহুবার ভারত সেমিফাইনালে থেমে গেছে। তাই এবার ফাইনালে উঠে ট্রফির জন্য শেষ লড়াইটা দেখতে চান তিনি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় দল হিসেবে তিনি এমন এক শক্তিধর প্রতিপক্ষের কথা বলেছেন, যারা টি-২০ ফরম্যাটে আগ্রাসী মানসিকতার জন্য পরিচিত। দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা, নির্ভীক বোলিং এবং চমৎকার ফিল্ডিং-সব মিলিয়ে যারা যে কোনও দিন ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাঁর মতে, এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফাইনাল হলে তা হবে দর্শকদের জন্য আদর্শ লড়াই। বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-

পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে চিরকালই উন্মাদনা তুঙ্গে থাকে। তবে দ্রাবি। কূটনৈতিক ভঙ্গিতে বলেছেন, ফাইনাল যেন হয় সেরা দুই দলের মধ্যে। নাম নয়, পারফরম্যান্সই ঠিক করুক শেষ লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি আরও উল্লেখ করেন, টি-২০ ক্রিকেট এখন কৌশলের খেলা। ডেটা বিশ্লেষণ, ম্যাচ-আপ পরিকল্পনা, নির্দিষ্ট ব্যাটার-বোলারের বিরুদ্ধে বিশেষ কৌশল-সবকিছু মিলিয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়। তাই ফাইনালে ওঠা দলগুলির কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট সিস্টেমের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শক্তি প্রসঙ্গে দ্রাবিড়ের আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট। ওপেনিং জুটির আগ্রাসন, মিডল অর্ডারের স্থিরতা এবং ডেথ ওভারে বোলারদের কার্যকারিতা-এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে দল এগোতে পারে বলেই তাঁর বিশ্বাস। বিশেষ করে তরুণ ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস তাঁকে আশাবাদী করেছে। তবে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে ছোট ভুলও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্যাচ মিস, রান আউটের সুযোগ হাতছাড়া বা অতিরিক্ত ডট বল-সবকিছুই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই চাপের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। দ্রাবিড়ের বক্তব্যে স্পষ্ট, তাঁর স্বপ্নের ফাইনাল শুধু একটি ম্যাচ নয়, বরং দুই ক্রিকেট সংস্কৃতির সংঘর্ষ। যেখানে কৌশল বনাম আগ্রাসন, অভিজ্ঞতা বনাম তরুণ তেজ-সব মিলিয়ে তৈরি হবে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, এমন ফাইনাল হলে বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা উপভোগ করবেন এক স্মরণীয় লড়াই। সব মিলিয়ে, টি-২০ বিশ্বকাপের উত্তেজনা যত বাড়ছে, ততই আলোচনায় উঠে আসছে সম্ভাব্য ফাইনালের ছবি। রাহুল দ্রাবিড়ের পছন্দ সেই আলোচনাকে আরও উসকে দিল। এখন দেখার, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় কি না। মাঠের লড়াইই শেষ কথা বলবে। তবে একথা নিশ্চিত, ক্রিকেটপ্রেমীরা অপেক্ষায় আছেন এমন এক ফাইনালের, যা দীর্ঘদিন মনে থাকবে। দ্রাবিড় স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, ফাইনাল ম্যাচ কোনও নির্দিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া উচিত সেই দুই দলের, যারা গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে ধারাবাহিকভাবে সেরা পারফরম্যান্স দেখাবে। নাম, ইতিহাস বা আবেগ নয়-মাঠের পারফরম্যান্সই হোক চূড়ান্ত মানদণ্ড। তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিঃসন্দেহে বিশেষ। কিন্তু বিশ্বকাপ একটি দীর্ঘ প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রতিটি দলকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়।

ক্রিকেটকে উদযাপন করো, দলকে জেতাও রঘুবংশীর সাফল্যের মন্ত্র

হিন্দুস্থান সমাচার, নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের আকাশে নতুন ধ্রুবতারা অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়া থেকে শুরু করে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) জার্সিতে বিধ্বংসী পারফরম্যান্স- দুই বছরেই নজর কেড়েছেন ক্রিকেট বিশ্বের। সম্প্রতি বিজয় হাজারে এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও তাঁর ব্যাটে রানের ফল্গুধারা বজায় রয়েছে। সম্প্রতি সুনীল দুবে-র সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় নিজের ক্রিকেট দর্শন ও অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন এই তরুণ তুর্কি। সাক্ষাকারের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আইপিএল ২০২৪-এর সেই নতুন মুখ থেকে ২০২৬-এ কেকেআরের অন্যতম ভরসা হয়ে ওঠার সফরকে কীভাবে দেখছেন?

এই সময়ে আমি মূলত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যাটিং করার কৌশল শিখেছি। সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া এবং বিপক্ষ দলের রণকৌশল দেখে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়েও এখন আমার কাছে বড় হলো দলের জয়। আমি এখন বিশ্বাস করি, খেলোয়াড় বিশেষে ধরন আলাদা হতে পারে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দলের জন্য অবদান রাখা।

অভিষেক নায়ারের প্রশিক্ষণ আপনার খেলায় কী পরিবর্তন এনেছে?

অভিষেক স্যার আমাকে শুধু ক্রিকেট নয়, জীবনকেও চিনতে শিখিয়েছেন। তাঁর কঠিন প্রশিক্ষণ সেশনগুলো আমাকে আমার আয়েশি গণ্ডি (কমফোর্ট জোন) থেকে বের করে এনেছে- যা আমার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। তিনি আমাকে খেলাটাকে মন থেকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির ভরসা আপনার আত্মবিশ্বাস কতটা বাড়িয়েছে?

কেকেআরের মতো একটি বড় দল যখন আপনার ওপর আস্থা রাখে, তখন আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি দায়িত্বও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। যখন দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে, তখন আমারও লক্ষ্য থাকে ম্যাচ জিতিয়ে সেই আস্থার মর্যাদা দেওয়া।

রঞ্জি ট্রফিতে রোহিত শর্মার সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

রোহিত ভাইয়ের থেকে শেখার মতো সবথেকে বড় বিষয় হলো তাঁর 'প্রিপারেশন'। প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, তিনি প্রস্তুতিতে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেন না। বোলার কী করতে পারে বা ফিল্ডিং কেমন হতে পারে- এসব নিয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তাঁর মতো কিংবদন্তি যদি এত পরিশ্রম করতে পারেন, তবে আমাদেরও কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

বুমরাহ বা রাশিদ খানের মতো বোলারদের মোকাবিলা করতে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেন?

জসপ্রীত বুমরাহর মতো বোলারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়া সবসময়ই কঠিন। অনুশীলনে যতই খাটুন না কেন, ম্যাচে তাঁদের খেলাটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে নিজেকে তৈরি রাখার জন্য আমি নেটে অনুশীলনের মানকে যতটা সম্ভব কঠিন করি, যাতে মূল ম্যাচে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বল সামলাতে পারি।

আপনার আদর্শ ক্রিকেটার কারা?

ছোটবেলায় এবি ডি ভিলিয়ার্স এবং বিরাট কোহলিকে দেখে বড় হয়েছি। তবে বর্তমানে আমি শুভমন গিলের খেলা খুব পছন্দ করি। এখন আমি ওকেই আমার আদর্শ মানি।

আগামী দিনের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

আমি শুধু বলব, যতটা পারো পরিশ্রম করো এবং বেশি সময় মাঠে কাটাও। ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, এটি জীবনের স্পন্দন। খেলাটাকে ভালোবাসতে শিখলে সাফল্য নিজে থেকেই আসবে।

টি-২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আপনার কোনো বার্তা আছে?

আমি নিশ্চিত যে টিম ইন্ডিয়া এবারও বিশ্বকাপ জিতবে। কাপ জয়টাই আসল, কে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হলো তাতে কিছু যায় আসে না। ট্রফিটা দেশে আসাই আমাদের সবার একমাত্র লক্ষ্য।

শীর্ষে পিএসজি, শিরোপার দৌড়ে আবারও দাপট

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফরাসি লিগের শিরোপা লড়াইয়ে আবারও নিজেদের আধিপত্যের ছাপ রেখে শীর্ষে উঠে এল প্যারিস সাঁ জার্মাঁ। মরসুমের মাঝপথে কিছুটা ছন্দপতন হলেও সাম্প্রতিক জয়ের ধারায় ফের তালিকায় এক নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে রাজধানীর ক্লাবটি। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠার এই প্রত্যাবর্তন শুধু একটি জয় নয়, বরং মানসিক দৃঢ়তারও প্রমাণ। সাম্প্রতিক ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় পিএসজির দলকে। মাঝমাঠে দ্রুত বল আদানপ্রদান, উইং দিয়ে আক্রমণ আর বক্সের সামনে ধারালো পাস-সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে বারবার চাপে ফেলে দেয় তারা। প্রথমার্ধেই গোলের দেখা পায় পিএসজি। দারুণ এক সমন্বিত আক্রমণ থেকে জালে বল জড়িয়ে যায়, আর সেই গোলেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও পিএসজির রক্ষণ ছিল সংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসী। গোলরক্ষকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ ম্যাচের গতি ধরে রাখে। শেষদিকে আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় স্বাগতিকরা। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হয় পূর্ণ তিন পয়েন্ট। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছে পিএসজি। মৌসুমের শুরুতে যেভাবে টানা জয় তুলে নিয়েছিল তারা, মাঝপথে কিছু অপ্রত্যাশিত ড্র ও হারে তাল কাটে। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি ম্যাচে দলগত পারফরম্যান্সে যে উন্নতি দেখা গেছে, তা শিরোপা জয়ের আশাকে আরও জোরালো করছে। কোচের কৌশলগত বদল এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রক্ষণে আরও শৃঙ্খলা, মাঝমাঠে বল দখলে বাড়তি গুরুত্ব এবং আক্রমণে দ্রুততা-এই তিন ক্ষেত্রেই উন্নতি স্পষ্ট। বিশেষ করে তরুণ ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোয় কোচের ভূমিকা প্রশংসিত হচ্ছে। পিএসজির শক্তি শুধু তারকা নির্ভর নয়, বরং বেঞ্চের গভীরতাতেও। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত খেলোয়াড় নামিয়ে ম্যাচের ছন্দ ধরে রাখতে পারছে দল। দীর্ঘ মৌসুমে এই গভীরতাই বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। ইনজুরি বা ক্লান্তির ধাক্কা সামলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। সমর্থকদের উচ্ছ্বাসও ছিল চোখে পড়ার মতো। স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক দলকে সমর্থন জানিয়ে গলা ফাটিয়েছেন। গোলের মুহূর্তে যেন গোটা গ্যালারি একসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে। এই সমর্থন খেলোয়াড়দের বাড়তি প্রেরণা জোগায় বলেই মত দলের অভিজ্ঞদের। তবে শিরোপার পথ এখনও দীর্ঘ। লিগে প্রতিদ্বন্দ্বী একাধিক

দল ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। পয়েন্টের ব্যবধান খুব বেশি নয়। তাই সামান্য ভুলও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। আগামী কয়েকটি ম্যাচেই নির্ধারিত হবে লড়াইয়ের গতি। ধারাবাহিক জয় ধরে রাখতে পারলেই সুবিধা পাবে প্যারিস। বিশেষজ্ঞদের মতে, দলের বর্তমান ফর্ম যদি বজায় থাকে, তবে শিরোপা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আক্রমণভাগে গতিময়তা, মাঝমাঠে সৃজনশীলতা এবং রক্ষণে দৃঢ়তা-এই ত্রয়ীর সমন্বয়েই তৈরি হচ্ছে সাফল্যের ভিত। সব মিলিয়ে, ফরাসি লিগে আবারও শীর্ষে প্যারিস সাঁ জার্মাঁ। সমালোচনা ও সংশয়ের সময় পেরিয়ে নতুন উদ্যমে তারা ফিরেছে নিজেদের জায়গায়। এখন দেখার, মৌসুমের শেষ পর্যন্ত এই শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারে কি না। তবে আপাতত স্পষ্ট-রাজধানীর ক্লাবটি আবারও শিরোপা লড়াইয়ের কেন্দ্রে,আর প্রতিপক্ষদের জন্য বার্তা পরিস্কার প্যারিস ফিরে এসেছে।

মাইলফলকে জেমস মিলনার

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার জেমস মিলনার আবারও লিখলেন নতুন ইতিহাস। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে খেলে চলা এই তারকা সম্প্রতি আর একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। ধারাবাহিকতা, ফিটনেস ও পেশাদার মানসিকতার জন্য পরিচিত মিলনার প্রমাণ করে দিলেন বয়স কেবল একটি সংখ্যা। সর্বোচ্চ স্তরের লিগ ফুটবলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচ খেলে তিনি পৌঁছে গেছেন বিরল এক ক্লাবে। এত দীর্ঘ সময় ধরে একই মান বজায় রাখা সহজ নয়। বহু প্রজন্মের ফুটবলারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেছেন তিনি। কখনও উইংয়ে, কখনও মাঝমাঠে, আবার প্রয়োজন হলে রক্ষণেও দায়িত্ব সামলেছেন সমান দক্ষতায়। তরুণ বয়সে অভিষেকের পর থেকেই তাঁর খেলার ধরণ ছিল পরিশ্রমনির্ভর। বড় ক্লাবগুলিতে সাফল্য পাওয়ার পাশাপাশি দেশের জার্সিতেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভেরোনায় শীতকালীন অলিম্পিকের সমাপ্তি

সংবাদ সংস্থা, ভেরোনা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিক গেমস সুন্দর ও স্মরণীয় একটি পর্বের পর ফুটিয়ে তুলল তার সমাপ্তি। আইস গেমসের শেষ পর্বে আয়োজিত হচ্ছে শীতকালীন অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠান, যা এইবার অনুষ্ঠিত হল ইতালির ঐতিহাসিক ভেরোনা আরিনা-এ। ভেরোনা আরিনা, যা প্রাচীন রোমান আম্ফিতেয়ার হিসেবে পরিচিত, সেখানেই আয়োজন করা হয়েছে বার্ষিক এই মহাসমারের ক্লোজিং সেরিমনি। এই ভেন্যুটি মাত্র ক্রীড়ামঞ্চ না, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার এক অভিজাত মেলবন্ধন-যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিখ্যাত। এই সমাপনী অনুষ্ঠানটির থিম রাখা হয়েছে বিউটি ইন অ্যাকশন, যা ইতালির প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার সঙ্গে মানবিক শক্তি ও ক্রীড়ার মিলনকে তুলে ধরবে। অনুষ্ঠানে থাকবে নৃত্য, সঙ্গীত ও নানা শিল্পী ও পরিবেশকের প্রদর্শনী, পাশাপাশি বার্ষিক অলিম্পিক আয়োজনের স্মৃতি ও অর্জন স্মরণ করানো হবে। অনুষ্ঠানটি সাধারণত অলিম্পিক গেমসের শেষ চিহ্ন। প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে, আর এই সমাপনীতে ক্রীড়াবিদরা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া বাদ দিয়ে এক কৌম দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বজুড়ে বন্ধুত্ব, ঐক্য ও সম্মানের বার্তা বহন করেন। বিশেষ করে এইবারের ক্লোজিং সেরিমনিতে অংশ নেবে প্রায় ১,৫০০ জন ক্রীড়াবিদ, যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এখানে পৌঁছেছেন। অনুষ্ঠানের একটি অত্যন্ত প্রতীক্ষিত অংশ হলো অলিম্পিক পতাকার হস্তান্তর। এটি ঐতিহ্যগতভাবে ওই গেমসের শেষে অনুষ্ঠিত হয়-যাতে পরবর্তী অলিম্পিক গেমসের দায়িত্বগ্রহণকারী দেশ বা শহরের প্রতিনিধিদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হয়। গার্মে ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিকের পরপরই ২০৩০ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ফ্রান্সের আল্পস অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে পতাকার হস্তান্তর সেই আগামী গেমসের প্রস্তুতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ভেরোনা আরিনায় অনুষ্ঠিত ক্লোজিং সেরিমনিতে শুধু শুধু ক্রীড়া নয়, সাংস্কৃতিক আয়োজনেরও সমাহার থাকবে। ইতালিয়ান নৃত্যশিল্পী রবার্তো বোল্লে তাঁর নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে দর্শকদের মন জয় করবেন সঙ্গীতের পরিবেশনায় থাকছে ইতালিয়ান শিল্পী অচিল লাউরো ও গ্যাব্রি পন্টে-র মতো প্রখ্যাত নাম। এই সকল আয়োজনে আয়োজন কমিটি ইতালির আর্ট ও কৃষ্টি বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে। এবারের শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের প্রতিযোগিতাও ছিল খুব প্রতিযোগিতামূলক।

আল হাজেনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল রোনাল্ডোর, নতুন মরশুমে হার দিয়ে শুরু হল মায়ামির

সংবাদ সংস্থা, আবুধাবি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রতীকী প্রতিবাদের পথে হেঁটে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্দো। তিন ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছিল নানা জল্পনা-তবে কি তিনি আল নাসের ছাড়তে চলেছেন? সেই প্রশ্নের উত্তর আপাতত সময়ের হাতে। কিন্তু মাঠে নামলেই যে তিনি এখনও একইরকম ধারালো, একইরকম ক্ষুধার্ত, তা আবারও প্রমাণ করে দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সৌদি প্রো লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আল হাজেনের বিরুদ্ধে ৪-০ ব্যবধানে জয়ের নেপথ্যে রইল তাঁর জোড়া গোল। প্রতিবাদের আগুন পেরিয়ে যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। ম্যাচের শুরু থেকেই ছন্দে ছিল আল নাসের। ১৩ মিনিটেই এগিয়ে দেয় দলকে রোনাল্দো। ডান দিক থেকে দারুণ পাস ভেসে আসে বক্সে। বল নিয়ন্ত্রণে এনে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। সেই মুহূর্তে বোঝা যায়, তিন ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকলেও তাঁর পায়ের ছন্দে কোনও ভাঁটা পড়েনি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের মেলবন্ধন যেন নতুন করে দলকে চাঙ্গা করে তোলে। ৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সতীর্থ। মাঝমাঠ থেকে দারুণ সমন্বয়ে তৈরি হয় আক্রমণ। বক্সের ভিতর থেকে নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল নাসের। দ্বিতীয়ার্ধেও একই দাপট বজায় থাকে। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে বারবার সুযোগ তৈরি করতে থাকে রোনাল্দোরা। ৭৭ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন তরুণ সতীর্থ অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। দ্রুতগতির আক্রমণে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেঙে পড়ে। আর তার দু'মিনিট পরেই আসে রোনাল্দোর দ্বিতীয় গোল। বাঁ প্রান্তে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। গোলরক্ষক ছুঁতে পারলেও ঠেকাতে পারেননি। সেই গোলেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে

যায় ম্যাচের ভাগ্য। এই জোড়া গোল শুধু দলের জয় নিশ্চিত করেনি, ব্যক্তিগত রেকর্ডের খাতাতেও নতুন সংযোজন করেছে। ৩০ বছর বয়স পেরোনোর পর এই নিয়ে ৫০০টি গোল করে ফেললেন রোনাল্দো। আধুনিক ফুটবলে এমন ধারাবাহিকতা বিরল। ইউরোপে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর ২০২৩ সালে সৌদি আরবে যোগ দেন তিনি। তারপর থেকে আল নাসেরের জার্সিতে গোলের ঝড় তুলেছেন। এখনও পর্যন্ত ১১৬টি গোল করে ফেলেছেন। আর সব মিলিয়ে ১০০০ গোলের মাইলস্টোনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এই কিংবদন্তি। বিশ্ব ফুটবলে বয়সকে বারবার ভুল প্রমাণ করেছেন রোনাল্দো। অনেকেই ভেবেছিলেন ইউরোপ ছাড়ার পর তাঁর আগ্রাসন কমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো ছবি। সৌদি প্রো লিগে তাঁর উপস্থিতি শুধু প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকেই নয়, গোটা লিগের মানচিত্রকেই বদলে দিয়েছে। দর্শকসংখ্যা, প্রচার, আন্তর্জাতিক আগ্রহ-সবকিছুই বেড়েছে কয়েক গুণ। আর ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেন প্রতিটি ম্যাচেই নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদে নামেন। অন্য দিকে, নতুন মরশুমের শুরুটা সুখকর হলো না গতবারের মেজর লিগ সকার চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামির জন্য। ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে হারতে হলো লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির কাছে। দলের নেতৃত্বে ছিলেন লিওনেল মেসি, কিন্তু তাঁর সেরা চেষ্টাও দলকে রক্ষা করতে পারল না। ম্যাচের শুরু থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেস আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। সন হিউং মিনের নেতৃত্বে তৈরি হয় একের পর এক সুযোগ। তাঁর গতি ও পাসিং দক্ষতা মায়ামির রক্ষণকে বারবার চাপে ফেলে। একটি গোলের ক্ষেত্রে সরাসরি অ্যাসিস্টও করেন তিনি। মাঠে তাঁর উপস্থিতি স্পষ্টভাবে পার্থক্য গড়ে দেয়। অন্য দিকে, মেসি কয়েকবার সুযোগ তৈরি করলেও ভাগ্য সহায় হয়নি। কখনও শট সামান্য বাইরে, কখনও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের অসাধারণ সেভ। বিশেষ করে গোলরক্ষক হুগো লরিস তিনটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন। তাঁর দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা মায়ামির আক্রমণ ভেস্তে দেয় বারবার। প্রথমার্ধে এক গোল খাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে মায়ামি। কিন্তু মাঝমাঠে বল দখলে রাখতে না পারায় আক্রমণ ধারাবাহিক হয়নি। লস অ্যাঞ্জেলেস সুযোগ বুঝে পাল্টা আক্রমণে আরও দু'টি গোল করে ম্যাচ কার্যত নিজেদের মুঠোয় পুরে নেয়। নতুন মরশুমের শুরুতেই এই হার অবশ্যই ভাবাবে মায়ামিকে। গতবারের সাফল্যের পর প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু ফুটবলে অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রথম ম্যাচেই পরাজয় যেন সতর্কবার্তা হয়ে রইল। মেসির ব্যক্তিগত দক্ষতা যতই উজ্জ্বল হোক, দলগত সমন্বয় ছাড়া সাফল্য ধরা দেয় না-এই সত্যটাই আবার সামনে এল। দুই মহাতারকার দুই ভিন্ন ছবি-এক জন প্রতিবাদের পর জোড়া গোলে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখছেন, অন্য জন নতুন মরশুমে হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন। ফুটবল এমনই-এক দিন নায়ক, আর এক দিন প্রশ্নের মুখে। তবে মৌসুম তো সবে শুরু। সামনে আরও বহু ম্যাচ, বহু সম্ভাবনা। রোনাল্দোর ক্ষেত্রে এখন নজর থাকবে তাঁর ১০০০ গোলের অভিযানের দিকে। বয়সকে উপেক্ষা করে যেভাবে তিনি নিজের ফিটনেস ও মানসিক দৃঢ়তা ধরে রেখেছেন, তাতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আর মায়ামির জন্য প্রয়োজন দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানো। প্রথম ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে দল যদি নিজেদের খুঁজে পায়, তাহলে আবারও লড়াইয়ে ফিরতে সময় লাগবে না। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এই দুই ম্যাচ যেন একই দিনে দুই রঙের ক্যানভাস। এক দিকে উজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন, অন্য দিকে হতাশার শুরু। কিন্তু শেষ কথা বলবে সময়ই। মৌসুম যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে কার গল্প কোথায় গিয়ে থামে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কে-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com